বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী।

অর্থাৎ

ষড়্‌দর্শনাদিমত সম্বলিতা সজ্জনানন্দ বিধায়িনী।

মহারাজাধিরাজ বিক্রমসেনের রাজসভায় সর্ব্ব সম্প্রদায়ের

ধর্ম্ম বিষয়ক বিচার।

প্রাচীন-পণ্ডিত চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য্য

শ্রীবেণীমাধব ন্যায়রত্ন কর্ত্তৃক অনুবাদিত।

বিবিধ শাস্ত্রগ্রন্থ প্রকাশক

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

কলিকাতা।

১৭ হরিমোহন বসুর লেন, নূতন কলিকাতা যন্ত্রে

শ্রীপরমসুখ সাহা দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০০ সাল।

মূল্য ॥০ আনা।

বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী।

অর্থাৎ

ষড়্দর্শনাদিমত সম্বলিতা সজ্জনানন্দ বিধায়িনী।

মহারাজাধিরাজ বিক্রমসেনের রাজসভা সর্ব্ব সম্প্রদায় পণ্ডিতগণের

ধর্ম্ম-বিষয়ক বিচার।

প্রাচীন-পণ্ডিত চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য্য সঙ্কলিত

ও

শ্রীবেণীমাধব ন্যায়রত্ন কর্ত্তৃক অনুবাদিত।

বিবিধ শাস্ত্রগ্রন্থ প্রকাশক

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

কলিকাতা।

৩ নং হরিমোহন বসুর লেন, নূতন কলিকাতা যন্ত্রে,

শ্রীপরমসুখ সাহা দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০০ সাল।

বিদ্বন্মোদ তরঙ্গিণী

বৈষ্ণব আগতঃ।

অথ সর্ব্বে সমাহূতাঃ পুরুহূতপুরোহিতা ইব বিদ্বাংসঃ ক্রমশঃ প্রবিশন্তি স্ম। তত্র প্রথমতঃ প্রবিশন্তং বৈষ্ণবমালোক্য কোঽপ্যেকঃ সকলজ্ঞানাভিজ্ঞো বিদিতপরমতত্ত্বো নিজগাদ প্রভুং প্রতি।

আনাসমূর্দ্ধতিলকী বহুশঙ্খচক্র-
পদ্মাঙ্কিতোজ্জ্বলবপুর্ধৃতপাতবাসাঃ।
কণ্ঠে ললামতুলসীস্রজমাদধানঃ
শ্রীমানয়ং হরিকথাং কথয়ন্নুপৈতি॥

প্রবিশ্য চ সঃ—

ঈষন্মীলিতলোচনো দৃঢ়তরপ্রাবদ্ধযোগাসনো
যদ্ ব্রহ্মাদিসুরেন্দ্রবন্দিতপদঃ শম্ভুঃ স্বয়ং ধ্যায়তি।
বৈকুণ্ঠৈকনিকেতনং জগদভিব্যাপ্য স্থিতং লীলয়া
তদ্‌ব্রহ্মাখ্যবপুঃ সদৈব মুদিতং চেতঃ সমালম্বতাম্॥

ইত্যুচে॥ ১॥

[পূর্ব্বকালে বিক্রমসেন নামে এক প্রবলপ্রতাপ নরপতি ছিলেন। তিনি কোনও কার্য্যোপলক্ষে ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রতত্ত্ববিশারদ বহুতর পণ্ডিতগণকে নিমন্ত্রণ করেন। অনন্তর তিনি স্বীয় সুসজ্জিত পণ্ডিতমণ্ডলীমণ্ডিত সভামণ্ডপে অমাত্যবর্গের সহিত উপবিষ্ট আছেন, সেই

সময়ে নিমন্ত্রিত বিদ্বদ্বৃন্দ ক্রমে ক্রমে আগমন করিতে লাগিলেন। তখন রাজসভাস্থিত কোনও এক সর্ব্বশাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত পুরন্দরতুল্য পৃথিবীপতিকে বলিতে আরম্ভ করিলেন॥]

বৈষ্ণবের আগমন।

অনন্তর দেবরাজের পুবোক্তিতের ন্যায় নিমন্ত্রিত পণ্ডিতগণ ক্রমে ক্রমে সভাস্থলে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। প্রথমে বৈষ্ণব প্রবেশ করিতেছেন দেখিয়া সর্ব্বজ্ঞানসম্পন্ন পরমতত্ত্ববিৎ কোনও এক পণ্ডিতপ্রবর আপন প্রভুকে বলিলেন, মহারাজ!

যিনি নাসিকা হইতে আরম্ভ করিয়া ঊর্দ্ধভাগে তিলক ধারণ করিতেছেন, যাঁহার দেহ শঙ্খ, চক্র ও পদ্মচিহ্নে সমুজ্জ্বল, যাঁহার পরিধানে পীতবসন, যিনি কণ্ঠতটে সুচিক্কণ ও মনোরম তুলসীমালা ধারণ করিয়াছেন, সেই এই শ্রীমান্ শান্তমূর্ত্তি বৈষ্ণব হরিকথা আলাপ করিতে করিতে আগমন করিতেছেন।

তিনি প্রবেশ করিয়া কহিলেন—

ব্রহ্মাপ্রভৃতি প্রধান প্রধান দেবগণ যাঁহার পদ বন্দনা করেন, সেই দেবাদিদেব স্বয়ং মহাদেব দৃঢ়তররূপে যোগাসন বন্ধন পূর্ব্বক ঈষৎ নিমীলিত-লোচনে যাঁহাকে ধ্যান করিয়া থাকেন, যিনি স্বকীয় লীলাবিলাসদ্বারা অখিল জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, একমাত্র বৈকুণ্ঠ যাঁহার নিকেতন, আমাদিগের বিশুদ্ধচিত্ত আনন্দসহকারে নিরন্তর সেই ব্রহ্মনামক চৈতন্যঘনকলেবর ভগবান্‌বিষ্ণুকে অবলম্বন করুক॥ ১॥

শৈব আগতঃ।

অথায়ান্তং শৈবমালোক্যাহ সঃ।

শ্রীমানসাবেতি জটালমৌলি-
র্ব্যাঘ্রত্বগালম্বিতমধ্যভাগঃ।
বিভূতিসম্ভূষিতভাস্বদঙ্গো
রুদ্রাক্ষমালাকলিতোর্দ্ধদেহঃ॥

প্রবিশ্য চ সঃ—

যং গায়ন্তি সদা সমস্তনিগমা ধ্যায়ন্তি যং যোগিনো
যস্যাজ্ঞামধিগত্য দৈবতগণাঃ কুর্ব্বন্তি সৃষ্ট্যাদিকম্।
সোঽয়ন্ত্বামবতান্নিরাকৃতিরপি ত্রাতুং জগৎ সাকৃতি-
র্ধ্যায়ন্ স্বং স্বয়মেব সর্ব্বজগতীশিক্ষাকরঃ শঙ্করঃ॥
ইত্যুচে॥ ২॥

শৈবের আগমন।

অনন্তর তিনি শৈবকে সমাগত দেখিয়া কহিলেন—

যাঁহার সমস্ত অঙ্গ বিভূতিভূষণে দীপ্তি পাইতেছে, যিনি দেহের মধ্যভাগে ব্যাঘ্রচর্ম্ম ও ঊর্দ্ধভাগে রুদ্রাক্ষমালা ধারণ করিয়াছেন, যাঁহার মস্তক জটাজালে মণ্ডিত, সেই এই শ্রীমান্ শৈব আগমন করিতেছেন।

তিনি প্রবেশ করিয়া বলিলেন—

অখিলবেদ যাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া নিরন্তর গান করেন, যোগিগণ নিয়তই যাঁহার ধ্যান করিয়া থাকেন, ব্রহ্মাদি দেবগণ যাঁহার আজ্ঞায় সৃষ্টি-আদি ক্রিয়া সম্পন্ন করেন, যিনি নিরাকার হইয়াও জগতের পরিত্রাণের নিমিত্ত আকার ধারণ করেন, যিনি আপনারই ব্রহ্মস্বরূপ ধ্যান করেন, সেই নিখিল জগতের শিক্ষক স্বয়ং দেবাদিদেব শঙ্কর আপনাকে অখিল আপদ্ হইতে রক্ষা করুন॥ ২॥

শাক্ত আগতঃ।

অথায়ান্তং শাক্তমালোক্যাহ সঃ

জবাপুষ্পং মূর্দ্ধ্নি স্রজমুরসি মল্লীসুমনসাং
ললাটেঽপ্যারক্তং তিলকমনুলিপ্তং মলয়জং।
দধানঃ সানন্দং নিজহৃদি পরব্রহ্মমহিষীং
সমায়াতঃ সাক্ষাদপর ইব বাচস্পতিরয়ম্॥

প্রবিশ্য চ সঃ—

যামাসাদ্য বিধীয়তে হরিহরব্রহ্মাদিভির্দৈবতৈঃ
স্বীয়ংস্বীয়মতীবদুষ্করতরং কর্ম্ম ক্ষণাল্লীলয়া।
সা দুর্গা ভবভীতিরীতিশমনী লোকত্রয়ত্রায়িণা
ভূয়াদ্বঃ প্রতিপক্ষপক্ষদলনী বাঞ্ছাফলোল্লাসিনী॥
ইত্যুচে॥ ৩॥

শাক্তসমাগম।

অনন্তর তিনি শাক্তকে সমাগত দেখিয়া বলিলেন—

যিনি মূর্দ্ধ-প্রদেশে লোহিতবর্ণ জবাপুষ্প ধারণ করিয়াছেন, যাঁহার উরঃস্থলে মল্লিকাপুষ্পের মালা লম্বমান, এবং ললাট তটে রক্তচন্দনের তিলক, যিনি স্বকীয় হৃদয়াভ্যন্তরে আনন্দসহকারে পরব্রহ্মমহিষী দুর্গা-দেবীকে ধারণ করিয়াছেন, সাক্ষাৎ অপর বৃহস্পতির ন্যায় সেই শাক্ত আগমন করিতেছেন॥

তিনি প্রবেশ করিয়া বলিলেন—

হরি, হর ও ব্রহ্মাদিদেবতাগণ যাঁহার সহায়তায় অতিশয় দুষ্করতর স্ব স্ব কর্ম্মসমূহ ক্ষণমাত্রেই অবলীলায় সম্পাদন করিতেছেন, যিনি ভব-ভয়রূপ রীতির প্রশমনকারিণী, ত্রৈলোক্যতারিণী এবং বাঞ্ছাফলদায়িনী সেই দুর্গাদেবী আপনাদিগের বিপক্ষপক্ষ দলন করুন॥ ৩॥

হরিহরাদ্বৈতবাদী আগতঃ।

অথায়ান্তং হরিহরাদ্বৈতবাদিনমালোক্যাহ সঃ।

অয়মিতস্তুলসীদলমালয়া
কলিতভস্মললামকলেবরঃ।
হরিহরৌ শরণীকরবাণি তা-
বিতিবিভাবনভাষণতৎপরঃ॥

প্রবিশ্য চ সঃ—

ব্রহ্মাবিষ্টমনাঃ সদৈবকমলাসক্তো বিষাদো বিভুঃ
কাবাসোঽথ বিভূতিমান্ গিরিবরাধারোঽভয়াবল্লভঃ।
সর্পাধীশধরো বিপুঙ্গবচরো লোকত্রয়ানন্দকো
ভূয়াদ্বো হৃদয়ংগতঃ প্রতিলবং কৃষ্ণোঽথবা শঙ্করঃ॥
ইত্যুচে॥ ৪॥

হরিহরাদ্বৈতবাদীর আগমন।

অনন্তর তিনি হরিহরাদ্বৈতবাদীকে সমাগত দেখিয়া বলিলেন— যাঁহার বক্ষঃস্থলে তুলসীদলের মালা লম্বমান, যাঁহার কলেবর ভস্ম বিলেপনে সমুজ্জ্বল, যিনি একাত্মা হরিহরকেই আশ্রয় করি, এইরূপ ধ্যানে ও ভাষণে তৎপর সেই এই হরহরাদ্বৈতবাদী আগমন করিলেন।

তিনি প্রবেশিয়া কহিলেন—

ব্রহ্মা যাঁহাকে নিরন্তর সমাহিতচিত্তে ধ্যান করিয়া থাকেন, যিনি, কমলাবল্লভ ও নিয়তই কমলাতেই আসক্ত অথবা পদ্মপ্রিয় এবং যিনি পুতনার স্তনরঞ্জিত বিষ ভক্ষণ করিয়াছেন, যিনি অখিল জগতের নিয়ন্তা, যিনি মহার্ণবজলে বাস করেন, যিনি দ্বারকাদির ঐশ্বর্য্যবান্, যিনি গোবর্দ্ধন গিরি ধারণ করিয়াছিলেন, ভুজঙ্গরাজ অনন্ত যাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছেন, খগরাজ গরুড় দ্বারা যিনি বিচরণ করেন, যিনি ত্রিলোকের আনন্দদাতা সেই কৃষ্ণ—অথবা ব্রহ্মা যাঁহাকে নিরন্তর নিবিষ্টচিত্তে ধ্যান করেন, যিনি দুর্গার বল্লভ, যিনি দেবগণের ধন ও ঐশ্বর্য্যে আসক্ত না হইয়া কুবেরকে সমর্পণ করিয়াছেন, যিনি সমুদ্রমথনোত্থিত বিষ পান করিয়াছেন, যিনি ত্রৈলোক্যের অধীশ্বর, যিনি শ্মশানাদি কুৎসিত স্থানে বাস করেন, যিনি স্বীয় কলেবরে নিরন্তর ভস্ম বিলেপন করেন, কৈলাস পর্ব্বত যাঁহার বসতি স্থান, যিনি বিষধরগণকে অঙ্গে ধারণ করিয়াছেন, যিনি অসাধারণ বলবীর্য্য শালী বৃষভ বাহনে বিচরণ করেন, যিনি ত্রিলোকে,

আনন্দপ্রদ সেই শঙ্কর অর্থাৎ একাত্মক হরি কিম্বা হর প্রতিপদেই আপনাদিগের হৃদয়গত হউন * ॥৪॥

নৈয়ায়িক আগতঃ।

অথায়ান্তং নৈয়ায়িকমালোক্যাহ সঃ।

পরিকল্পিততর্কপরম্পরয়া
বিদুষঃ কলয়ংস্তৃণতুল্যতয়া।
অয়মেতি গিরামধিদেবতয়া
সহিতো রসনোপরিখেলিতয়া॥

প্রবিশ্য চ সঃ—

যঃ সৃষ্টিস্থিতিসংহৃতীর্বিতনুতে ব্রহ্মাদিমূর্ত্তিত্রিকৈ-
র্যস্যাধীনতয়া স্থিতানি সদসৎ কর্ম্মাণ্যপি প্রাণিনাম্।
নিত্যেচ্ছাকৃতিবুদ্ধিমানথ পরো জীবাৎ পরাত্মা স্বয়ং
সোঽয়ং বো বিদধাতু পূর্ণমচিরাচ্চেতোগতং যদ্ভবেৎ॥
ইত্যুচে॥ ৫॥

নৈয়ায়িকের আগমন।

অনন্তর তিনি নৈয়ায়িককে সমাগত দেখিয়া কহিলেন—

মনে মনে তর্ক পরম্পরাকল্পনা করিতে করিতে অন্যান্য বিদ্বান্ ব্যক্তি-দিগকে তৃণতুল্য জ্ঞান করিয়া এই পণ্ডিতপ্রবর নৈয়ায়িক আগমন করিতেছেন। বাগ্দেবতা সরস্বতী ইহার রসনাগ্রে নিয়তই নৃত্য করিয়া থাকেন।

তিনি প্রবেশ করিয়া কহিলেন—

যিনি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিনটি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সৃষ্টি,

---

* একটি দ্ব্যর্থক শ্লোকের অনুবাদ একবারে জটিলরূপে না করিয়া আমরা কৃষ্ণ ও শিবপক্ষে পৃথক্ পৃথক্ রূপে দুইটি অর্থ অনুবাদ করিয়া-দিলাম।

স্থিতি ও সংহার কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন, প্রাণিগণের পাপপুণ্য কর্ম্ম সকল যাঁহার অধীনে অবস্থিত থাকে, যিনি নিত্য-ইচ্ছাবান্, নিত্য-কৃতিমান্ ও নিত্যবুদ্ধিমান্ এবং যিনি জীবাত্মা হইতে উৎকৃষ্ট, সেই এই পরমাত্মা পরমেশ্বর তোমাদের মনোরথ সত্বরই পরিপূর্ণ করুন॥ ৫॥

মীমাংসক আগতঃ।

অথায়ান্তং মীমাংসকমালোক্যাহ সঃ।

বেদার্থসার্থেষু গতান্ধকারো
দৃঢ়ব্রতো যজ্ঞগৃহীতদীক্ষঃ।
অসৌ দদৎ কর্ম্মবিধানশিক্ষাং
সমেতি শিষ্যেষু সুশিক্ষিতেষু॥

প্রবিশ্য চ সঃ—

যেনাভবচ্ছতমখোঽধিপতিঃ সুরাণাং
যেনাপ্যয়ং দিনকরোঽধিপতির্গ্রহাণাম্।
ত্বং যেন ভূমিবলয়েঽধিপতির্নরাণাং
তস্মিন্ পুনর্ভবতু কর্ম্মণি তে প্রযত্নঃ॥

ইত্যূচে॥ ৬॥

মীমাংসকের আগমন।

অনন্তর তিনি মীমাংসককে আসিতে দেখিয়া কহিলেন,—

বেদের অর্থসমূহের যাঁহার অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হইয়া জ্ঞানালোক প্রকাশ পাইয়াছে, যিনি দৃঢ়রূপে ব্রত ধারণপূর্ব্বক যজ্ঞদীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন, যিনি সুশিক্ষিত শিষ্যবর্গকে যজ্ঞবিধান শিক্ষা প্রদান করেন, এই সেই মীমাংসক আগমন করিতেছেন।

তিনি প্রবেশ করিয়া কহিলেন—

যাহাদ্বারা শতাশ্বমেধকারী পুরন্দর সুরগণের অধিপতি, যাহা দ্বারা দিনকর গ্রহগণের অধীশ্বর এবং যাহা দ্বারা আপনি এই মেদিনী-

মণ্ডলে মানবগণের অধিপতি হইয়াছেন, সেই বেদোক্ত কর্ম্মের প্রতি আপনার যত্ন হউক ॥ ৬ ॥

বেদান্তী আগতঃ ॥

অথায়ান্তং বেদান্তিনমালোক্যাহ সঃ।

পোতাধিরূঢ়ো ভুবনাম্বুরাশৌ
সমস্তভোগৈকনিরস্তচেতাঃ।
অস্মান্ পরিত্রাতুময়ং পুরস্তাৎ
কাষায়বাসাঃ সমুপৈতি দণ্ডী ॥

প্রবিশ্য চ সঃ—

যস্মিংস্ত্রৈলোক্যমেতন্মহসি দিনপতের্বারিবদ্ভাসমানং।
ত্বঞ্চাহঞ্চায়মিত্থং ব্যবহরতি যদজ্ঞানতঃ সর্ব্ব এব।
বিজ্ঞানানন্দরূপং বিমলমবিদিতং সর্ব্বগাম্যদ্বিতীয়ং
নিত্যং চাপেত্য মায়াং কলয়তু সহসা তত্ত্ববান্ স্বস্বরূপং ॥
ইত্যুচে ॥ ৭ ॥

বেদান্তীর আগমন।

অনন্তর তিনি বেদান্তীকে আগত দেখিয়া কহিলেন—

যিনি সমস্ত ইন্দ্রিয় ভোগ্যবিষয়ে নিরস্তচিত্ত, যিনি সংসারসাগর পার হইবার নিমিত্ত বৈরাগ্য-নির্ম্মিত, ব্রহ্মপোতে অধিরূঢ় হইয়াছেন। সেই কষায়বাসা, দণ্ডধারী এই বৈদান্তিক আমাদিগকে পরিত্রাণ করিবার নিমিত্ত পুরোভাগে আগমন করিতেছেন ॥

তিনি প্রবেশ করিয়া কহিলেন—

যাঁহার সত্তাহেতু এই অখিল ত্রৈলোক্যমণ্ডল সূর্য্য কিরণে জল ভ্রমের ন্যায় সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। যাঁহার মায়া জনিত অজ্ঞানবশে সমস্ত জীবগণ "তুমি আমি" এইরূপ ব্যবহার করিতেছে, সেই চিদানন্দস্বরূপ, সুনির্ম্মল, সর্ব্বব্যাপী, অদ্বিতীয়, নিত্য, অবেদ্য,

আত্মস্বরূপ, পরব্রহ্মকে আপনি মায়া অতিক্রম পূর্ব্বক বিচার না করিয়াই সত্বর অবলম্বন করুন ॥ ৭ ॥

সাংখ্যপাতঞ্জলবেত্তারাবাগতৌ।

অথায়ান্তৌ সাংখ্যপাতঞ্জলবেত্তারৌ বীক্ষ্যাহ সঃ ।

ইমাবুভৌ পূর্ব্বশরীরমাংসলা-
বধঃশরীরেঽধিকশুষ্কতাং গতৌ ।
সমানভাবৌ সিতনির্ম্মলেক্ষণৌ
সমাগতৌ ধামনিধী সুযোগিনৌ ॥

প্রবিশ্য চ তৌ—

পদ্মপত্রাম্বুনির্লেপপুরুষস্যানুকারিণী ।
প্রকৃতিস্তে মহত্তত্ত্বং সম্বর্দ্ধয়তু সর্ব্বদা ॥

ইত্যূচতুঃ ॥ ৮ ॥

সংখ্যাবেত্তা ও পাতঞ্জলবেত্তা এই উভয়ের আগমন—

অনন্তর তিনি সাংখ্যতত্ত্বজ্ঞ ও পাতঞ্জলবেত্তা এই উভয়কে আসিতে দেখিয়া কহিলেন।

এই সমাগত দুই জনের দেহের ঊর্দ্ধভাগ স্থূল এবং অধোভাগ অধিক শুষ্ক ও ক্ষীণ, ইঁহাদের নেত্রযুগল শুভ্র ও নির্ম্মল, ইঁহারা সর্ব্বত্র সমদর্শী, তেজের আধার ও পরমযোগী ॥

তাঁহারা উভয়ে প্রবেশ করিয়া কহিলেন—

পদ্মপত্রস্থিত বারির ন্যায় নির্লিপ্ত ভাবে অবস্থিত পুরুষের অনুকারিণী প্রকৃতি আপনার সর্ব্বদাই মহত্তত্ত্ব সম্বর্দ্ধিত করুন ॥ ৮ ॥

পৌরাণিক আগতঃ।

অথায়ান্তং পৌরাণিকং বীক্ষ্যাহ সঃ।

প্রবাচকোঽয়ং প্রখরঃ প্রবক্তা
জিহ্বাগ্রসংসর্পিকথাপ্রবাহঃ।

প্রশান্তচেতা ধৃতশুদ্ধবাসাঃ
সমাগতঃ সন্ততধর্ম্মকর্ম্মা ॥

প্রবিশ্য চ সঃ—

বেদা যেন সমুদ্ধৃতা বসুমতী পৃষ্ঠে ধৃতাপ্যুদ্ধৃতা
দৈত্যেশো নখরৈর্হতঃ ফণিপতের্লোকং বলিঃ প্রাপিতঃ।
ক্ষমাঽক্ষত্রা জগতী দশাস্যরহিতা মাতা কৃতা রোহিণী
হিংসাদোষবতী ধরাপ্যযবনা পায়াৎ স নারায়ণঃ ॥
ইত্যুচে ॥ ৯ ॥

পৌরাণিকের আগমন।

অনন্তর তিনি পৌরাণিককে সমাগত দেখিয়া কহিলেন—

এই সমাগত পৌরাণিক প্রকৃষ্টবাদী, এবং তীব্রতর বক্তৃতাকরণে সমর্থ, এমন কি ইহাঁর জিহ্বাগ্রে কথাপ্রবাহ অবিরল ধারায় বহির্গত হইয়া থাকে, ইনি প্রশান্তচিত্ত ও বিশুদ্ধ বসন পরিধান করিয়া থাকেন, ইহার ধর্ম্মকর্ম্ম বাহুল্যরূপে বিস্তৃত।

তিনি প্রবেশ করিয়া বলিলেন—

যিনি মৎস্যরূপে বেদের উদ্ধার এবং কূর্ম্মরূপে পৃথিবীকে পৃষ্ঠে ধারণ ও বরাহরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন, যিনি নারসিংহ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুকে সংহার ও যিনি বামন রূপে বলিরাজকে নাগলোকে সংস্থাপিত করিয়াছেন, যিনি জামদগ্ন্য মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া পৃথিবীকে নিক্ষত্রিয়া করিয়াছেন, যিনি বলদেবমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক রোহিণীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, এবং যিনি বুদ্ধমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া পৃথিবীকে হিংসাদোষান্বিত বলিয়া অহিংসা-পরম ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, যিনি কল্কিরূপে অবতীর্ণ হইয়া সসাগরা ধরা যবনশূন্য করিবেন, মহারাজ! সেই দেবদেব নারায়ণ আপনাকে রক্ষা করুন ॥ ৯ ॥

জ্যোতির্বিদাগতঃ।

অথায়ান্তং জ্যোতির্বিদমালোক্যাহ সঃ।
জ্যোতির্বিদেষ বিদিতাখিলকালতত্ত্ব
সত্ত্বানুকম্পনকৃতে কৃতদূরদৃষ্টিঃ।
জানন্ননেকবিধভূতভবিষ্যদাদি
সর্ব্বজ্ঞকল্পপরিকল্পিতধীরুপৈতি॥

প্রবিশ্য চ সঃ—

স্যূরঃ শূরপদং রুচিং হিমরুচিঃ সম্মঙ্গলং মঙ্গলো
বোধং বোধন অতনোতু ললিতা বাচশ্চ বাচস্পতিঃ।
কাব্যঃ কাব্যকলাকলাপনিরতিং মন্দো দ্বিষন্মন্দতাং
দুর্বৃত্তেষু তমস্তমো জয়করীং কেতুশ্চ কেতুশ্রিয়ম্॥
ইত্যুচে॥ ১০॥

জ্যোতির্বিদের আগমন।

অনন্তর তিনি জ্যোতির্বিদকে আসিতে দেখিয়া কহিলেন—

এই জ্যোতির্বিদ্ অখিল কালতত্ত্ব অবগত আছেন, ইনি প্রশ্নাদি গণনায় জীবাদির কল্পনায় দূরদর্শী এবং বহুবিধ ভূতভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান তত্ত্বজ্ঞ, ফলতঃ ইনি শুদ্ধবুদ্ধি ও সর্ব্বজ্ঞকল্প।

তিনি প্রবেশ করিয়া কহিলেন—

রাজন্! সূর আপনাকে শূরত্ব, হিমাংশু সুরুচি, মঙ্গল পরম মঙ্গল, বুধ আপনাকে বোধ, বৃহস্পতি মনোহর বাক্য, কাব্য অর্থাৎ শুক্র আপনাকে কাব্যকলা সমূহে অনুরাগ, মন্দ অর্থাৎ শনৈশ্চর শত্রু-হীনতা, তমঃ অর্থাৎ রাহু দুরাচার গণের প্রতি অজ্ঞানান্ধকার এবং কেতু আপনার জয়কারিণী কেতুশ্রী অর্থাৎ জয়পতকালক্ষ্মী প্রদান করুন॥ ১০॥

বৈদ্য আগতঃ।

অথায়ান্তং আয়ুর্বেদবিদমালোক্যাহ সঃ।

বৈদ্যোঽনবদ্যঃ স্বগুণৈরগাধৈঃ
সিঞ্চন্নিবেন্দুঃ সুধয়া জগন্তি।
স্ফুরদ্রুজামায়ুরিব প্রদীপ্তং
ব্যাধেরতিব্যাধিরিবায়মেতি॥

প্রবিশ্য চ সঃ—

প্রজাচকোরায়িতদৃঙ্ মৃগাঙ্ক-
রূপেণ কামেশ্বরতুল্যমূর্ত্তেঃ।
স্বস্ত্যস্তু তে সর্ব্বরসায় নিত্য-
মর্থ্যৈকচিন্তামণয়ে নৃপায়॥ ২০॥

ইত্যুচে॥ ১১॥

বৈদ্যের সমাগম।

অনন্তর তিনি বৈদ্যকে আগত দেখিয়া কহিলেন—

এই দোষস্পর্শপরিশূন্য বৈদ্য হিমাংশুর সুধা বর্ষণের ন্যায় স্বীয় অগাধ গুণ রূপ অমৃতধারা দ্বারা যেন জগৎকে আপ্লাবিত করিয়া থাকেন ইনি রোগিজনের প্রদীপ্ত আয়ুঃস্বরূপ এবং ব্যাধির অতিব্যাধিস্বরূপ, ইনি এক্ষণে সভাস্থলে প্রবেশ করিতেছেন।

তিনি প্রবেশ করিয়া কহিলেন,—

আপনি চন্দ্রতুল্য শীতলকারী রাজা, সেই হেতু প্রজাগণের নয়ন-চকোর ভবদীয় সুধাধারা পানে নিয়তই ব্যগ্র, ফলতঃ আপনি সুধাকর তুল্য প্রজাপ্রিয় এবং কামেশ্বরের ন্যায় কামনাপ্রদ প্রভু, পক্ষান্তরে বৈদ্যকোক্ত মৃগাঙ্ক ও কামেশ্বর নামক ঔষধ এবং সমস্তরস ঘটিত অর্থাৎ পারদ ঘটিত ঔষধ যেমন রোগীর হিতকর মহারাজও সেইরূপ

প্রজাগণের হিতকর, আপনি নিয়তই যাচকগণের চিন্তামণি এবং সমস্ত শাস্ত্রের রসজ্ঞ, অতএব আপনার মঙ্গল হউক ॥ ১১ ॥

বৈয়াকরণ আগতঃ।

অথায়ান্তং বৈয়াকরণমালোক্যাহ সঃ।

আলাপকলাপকদুর্গসিংহো
যঃ কাশিকায়ামপি কাশিকেশঃ।
শেষাবতারশ্রুতপূর্ব্বকীর্ত্তিঃ
স এষ বৈয়াকরণোহভ্যুপৈতি ॥

প্রবিশ্য চ সঃ—

আখ্যাতকীর্ত্তিচয়তদ্ধিতসর্ব্বলোক
সৎকর্ম্মকারকসমাসনসন্নিবিষ্ট।
সৎসন্ধিকৃদ্ভব পরোদ্ধতদুর্গসিংহ
বিক্রান্তিমেহি বহুপাণিনিবিষ্টভাবম্ ॥

ইত্যুচে ॥ ১২ ॥

বৈয়াকরণের আগমন।

অনন্তর তিনি বৈয়াকরণকে সমাগত দেখিয়া কহিলেন—

যাঁহার ব্যাকরণজ্ঞান কলাপের বৃত্তিকার দুর্গসিংহের ন্যায়, যিনি পাণিনির কাশিকাবৃত্তিতে (পাণিনি ব্যাকরণের বামনজয়াদিত্যকৃত ব্যাখ্যাবিশেষের নাম কাশিকা) মহেশের ন্যায় ব্যুৎপত্তিবিশিষ্ট, যিনি ফণিভাষ্যপ্রণেতা শেষাবতার নাগরাজকৃত ফণিভাষ্য পাঠ করিয়াছেন, সেই এই ব্যাকরণবেত্তা আগমন করিতেছেন।

তিনি প্রবেশ করিয়া কহিলেন—

হে রাজন্! আপনার কীর্ত্তিনিচয় লোকমধ্যে বিশ্রুত হইয়াছে, পক্ষান্তরে আপনি ব্যাকরণের আখ্যাত অংশ অধ্যয়ন করিয়াছেন, আপনি সর্ব্বলোকের সুপ্রসিদ্ধ হিতকারক, পক্ষান্তরে আপনি ব্যাকরণের তদ্ধি-

তাংশ পাঠ করিয়াছেন। হে সৎকর্ম্মকারক আপনি সুদৃঢ় রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন, পক্ষান্তরে আপনি কর্ম্মকারকাদি ব্যাকরণের কারকাংশ এবং সমসাংশে সম্যক্ জ্ঞানসম্পন্ন। আপনি রাজগণের সহিত কল্যাণকর সন্ধিবন্ধন করুন, পক্ষান্তরে আপনি উত্তমরূপে ব্যাকরণের সন্ধি করুন। আপনি শত্রুগণের দুর্দ্ধর্ষ ও দমনকারী, আপনার রাজ্যধুরন্ধর বাহুযুগলে রাজ্যের সমস্ত ভার বিন্যস্ত রাখিয়া দুর্গমস্থান স্থিত সিংহের ন্যায় বিক্রম প্রকাশ করুন, পক্ষান্তরে আপনি ব্যাকরণের সমস্তজ্ঞেয় বিষয়ধারী পাণিনি ব্যাকরণে নিবিষ্টচিত্ত হইয়া ব্যাকরণ বিষয়ে স্পর্দ্ধাকারী বিপক্ষ বৈয়াকরণগণের শ্রেষ্ঠ কলাপবৃত্তিকার দুর্গসিংহের ন্যায় বিক্রম অর্থাৎ ব্যুৎপত্তিলাভ করুন॥ ১২॥

আলঙ্কারিক আগতঃ।

অথায়ান্তমালঙ্করিকমহাকবিমালোক্যাহ সঃ।

বৃত্তরীতিকলনৈকদক্ষিণো
গদ্যপদ্যরচনাবিচক্ষণঃ।
এষ পশ্য পুরতো মহাকবি
র্নর্ত্তয়ন্নিব সমেতি ভারতীম্॥

প্রবিশ্য চ সঃ—

শৃঙ্গারহাস্যসহিতাদ্ভুতরৌদ্রবীরাঃ
সংপ্রাপ্য কালমুচিতং ভবতো ভবন্তু।
কিঞ্চ দ্বিষাং গিরিদরীবিনিবাসভাজাং
বীভৎসভূরিকরুণাভয়শান্তয়ঃ স্যুঃ॥

ইত্যূচে॥ ১৩॥

আলঙ্কারিকের আগমন।

অনন্তর তিনি মহাকবি আলঙ্কারিককে আগত দেখিয়া কহিলেন ছন্দঃশাস্ত্রের বৃত্ত ও অলঙ্কার শাস্ত্রের গৌড় পাঞ্চালী প্রভৃতি রীতির

কল্পনা বিষয়ে সুনিপুণ এবং গদ্য পদ্য রচনায় কুশল, এই মহাকবি জিহ্বাগ্রে সরস্বতীকে নাচাইয়াই যেন পুরোভাগে আগমন করিতেছেন। তিনি প্রবেশ করিয়া কহিলেন—

হে রাজন্! সমুচিত সময় অনুসারে আপনার শৃঙ্গার, হাস্য, অদ্ভুত রৌদ্র ও বীর রসের উদয় হউক এবং আপনার গিরিগুহাবাসী শত্রু-গণের বীভৎস, করুণা, ভয় ও শান্তিরসের উদয় হউক ॥ ১৩ ॥

নাস্তিক আগতঃ।

অথায়ান্তং নাস্তিকমালোক্যাহ সঃ।

সম্মার্জ্জিতক্ষিতিন্যস্তপাদো হিংসাভয়াদয়ম্।
নাস্তিকোঽত্র সমায়াতি সমুল্লুঞ্চিতমূর্দ্ধজঃ॥

প্রবিশ্য চ সঃ—

দেবানর্চ্চয় সঞ্চয় প্রতিদিনং পুণ্যানি জন্মান্তরে
ভোগায় প্রযতো মহাক্রতুবিধৌ স্বর্গায় হিংসাং কুরু॥
ইত্থং বঞ্চকবঞ্চনোৎপথগতা বুদ্ধিস্তদীয়াচিরা-
দপ্রত্যক্ষপদার্থসার্থরহিতং পন্থানমোরোহতু॥
ইত্যুচে ॥ ১৪ ॥

নাস্তিকের আগমন।

অনন্তর তিনি নাস্তিককে সমাগত দেখিয়া কহিলেন—

হিংসাভয়ে সম্মার্জ্জনী দ্বারা কীটাদি জীবগণকে সরাইয়া দিয়া অবনীতলে পদবিন্যাস করিতে করিতে মুক্তমূর্দ্ধজ এই নাস্তিক এই স্থানে আগমন করিতেছেন।

তিনি প্রবেশ করিয়া কহিলেন—

মহারাজ! "দেবগণের অর্চ্চনা কর, জন্মান্তরে ভোগের নিমিত্ত প্রতিদিন পুণ্যপুঞ্জ সঞ্চয়কর এবং সংযতচিত্ত হইয়া মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক স্বর্গলাভের নিমিত্ত জীব-হিংসাকর" এইরূপ প্রবঞ্চকগণের বঞ্চনা-

বাক্য দ্বারা বিপথগামিনী আপনার বুদ্ধি শীঘ্রই অপ্রত্যক্ষপদার্থসমূহ বিরহিত (অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ভিন্ন প্রমাণ নাই অতএব স্বর্গজন্মান্তরাদি বঞ্চনাবাক্য মাত্র, সেই হেতু প্রত্যক্ষপ্রমাণ সিদ্ধ) পন্থাতে আরোহণ করুক ॥ ১৪ ॥

সভ্যগণ উবাচ।

অথ সর্ব্বে সোপহাসং সামাজিকাঃ। আঃ পাপো-
দুরাত্মা কাসৌ কুত আগত ইতি প্রকটং
জগদুঃ ॥ ১৫ ॥

অনন্তর তাহা শুনিয়া সমস্ত সভ্যগণ উপহাস সহকারে সুস্পষ্টস্বরে কহিলেন আঃ এ কে? এই দুরাত্মা পাপ কোথা হইতে আসিল ॥ ১৫ ॥

অথ নাস্তিক উবাচ।

অথ নাস্তিকঃ আঃ পাপোঽহং ভবন্তঃ পুনঃ পুণ্য-
শীলাঃ যে নিরর্থকং ঘ্নন্তি পশূন্ ॥ ১৬ ॥

তৎপরে নাস্তিক বলিলেন আঃ আমি পাপ, কিন্তু আপনারা পশুগণকে নিরর্থক হনন করেন বলিয়া অতিশয় পুণ্যশীল হইয়াছেন ॥ ১৬ ॥

মীমাংসক উবাচ।

মীমাংসকঃ সাটোপং।

স্বর্গ্যা গতিঃ ক্রতুহতস্য পশোশ্চ তস্য
তৃপ্যন্তি দৈবতগণাঃ পরিবারবর্গৈঃ।
স্বস্যাপি বাঞ্ছিতফলানি ভবন্তি নূনং
পাপায় কিং ভবতি তদ্বিধিজাতহিংসা ॥ ১৭ ॥

তখন মীমাংসক স্পর্দ্ধার সহিত বলিলেন;—

বেদবিহিত হিংসাদ্বারা যাগনিহত সেই পশুগণের স্বর্গ প্রাপ্তি বা সুগতি লাভ হয়, তদ্দ্বারা পরিবারবর্গের সহিত দেবগণ পরিতৃপ্ত হন, এবং

স্বয়ং বিহিতহিংসাকর্ত্তার অভিলষিত ফললাভ হয় অতএব বিহিত-হিংসা কি কথন পাপের নিমিত্ত হইতে পারে? ॥ ১৭ ॥

নাস্তিক উবাচ।

স্বর্গঃ কুত্র চ কুত্র দৈবতকুলং কুত্রাথ জন্মান্তরং ॥১৮॥

নাস্তিক বলিলেন স্বর্গ কোথায়? দেবগণই বা কোথায়? এবং জন্মান্তরই বা কোথায়? ॥ ১৮ ॥

মীমাংসক উবাচ।

অংহো বেদপুরাণমধ্যবিলসদ্বস্তূনি কিং নিন্দসি ॥ ১৯ ॥

মীমাংসক কহিলেন অহে! তুমি কি বেদ ও পুরাণোক্ত বিহিত কল্যাণপ্রদ বিষয় সকলের নিন্দা করিতেছ? ॥ ১৯ ॥

নাস্তিক উবাচ।

প্রমাণ্যং কিমু সন্তি বঞ্চককৃতা বেদাঃ পুরাণাদয়ো
যে চাতীন্দ্রিয়সর্ব্ববস্তুকথয়া বঞ্চন্তি সর্ব্বং জগৎ ॥২০॥

নাস্তিক বলিলেন, বেদ ও পুরাণাদির বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতা বিষয়ে প্রমাণ কি? দেখুন বেদ ও পুরাণাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর সমস্ত বস্তুর বর্ণনাদ্বারা অখিল জগতকেই বঞ্চনা করিয়াছে ॥ ২০ ॥

মীমাংসক উবাচ।

কথমহো বিনৈব কর্ম্ম সুখদুঃখাদিভোগী পুরুষঃ ॥ ২১॥

মীমাংসক বলিলেন, অহে নাস্তিক তবে পুরুষগণ কর্ম্মব্যতিরেকেই কিরূপে সুখ দুঃখাদি ভোগ করিতে পারে? ॥ ২১ ॥

নাস্তিক উবাচ।

অহো কুত্র কর্ম্ম কেন দৃষ্টং কদা কেন বোপার্জ্জিতং
জন্মান্তরে কৃতমিতি চেৎ তদেব নাস্তি প্রমাণাভাবাৎ।
সুখদুঃখাদিকং পুনঃ প্রবাহধর্ম্মতয়া শরীরিণামনিয়তং
বস্তুতো জগদেতদসদিতি সর্ব্বমিদং ভ্রম এব ॥ ২২ ॥

নাস্তিক বলিলেন, অহে! কোথায় কর্ম্ম, কখন কে দেখিয়াছে? কেই বা উপার্জ্জন করিয়াছে? যদি বলেন যে কর্ম্ম জন্মান্তরকৃত, তবে প্রমাণাভাব হেতু সেই জন্মান্তরই নাই। প্রবাহধর্ম্ম অনুসারে শরীরিগণের সুখ দুঃখাদি ঘটিয়া থাকে, কিন্তু সমস্তই অনিত্য, বস্তুতঃ এই জগৎ অনিত্য অতএব এই সমস্ত বিশ্ব ভ্রম ভিন্ন আর কিছুই নহে ॥ ২২ ॥

মীমাংসক পরাভবঃ।

ইত্যাকর্ণ্য চকিতে তূষ্ণীম্ভূতে মীমাংসকে বেদান্তী ॥২৩॥

মীমাংসকের পরাভব।

ইহা শুনিয়া মীমাংসক চকিত হইয়া মৌনাবলম্বন করিলে বেদান্তী নাস্তিককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ॥ ২৩ ॥

বেদান্ত্যুবাচ।

অহো জগদেতন্মৃষৈবেতি সত্যমুক্তং শ্রীমদ্ভিঃ
কিন্তু একং ব্রহ্মসত্যভূতমাস্তে যস্মিন্নেতন্মিথ্যাভূত
মপি সত্যতয়া প্রতিভাতি ॥ ২৪ ॥

এই জগৎ মিথ্যাই, ইহা আপনি সত্য বলিয়াছেন, কিন্তু সত্যস্বরূপ একমাত্র ব্রহ্ম পদার্থ আছেন, যাঁহার সত্তায় এই জগৎ মিথ্যাভূত হইলেও সত্যরূপে প্রতীয়মান হয় ॥ ২৪ ॥

নাস্তিক উবাচ।

সাধু সাধু কিঞ্চিন্মন্মতপ্রবিষ্টোঽসি।
পরন্তু কীদৃক্ তদ্‌ব্রহ্ম ভবতাং ॥ ২৫ ॥

নাস্তিক বলিলেন, ভাল! ভাল! আপনি আমার মতে কিঞ্চিৎ প্রবিষ্ট হইয়াছেন, কিন্তু আপনাদিগের সেই ব্রহ্ম কি প্রকার ॥ ২৫ ॥

বেদান্ত্যুবাচ।

ক্রিয়াহীনমনাকারং নির্গুণং পরমং মহঃ।
তদ্ব্রহ্ম পরমানন্দমবাঙ্মনসগোচরং ॥ ২৬ ॥

বেদান্তী, কহিলেন,যিনি ক্রিয়াহীন, নিরাকার,নির্গুণ,পরমজ্যোতিঃস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, বাক্য ও মনের অগোচর, তিনিই পরব্রহ্ম ॥২৬॥

নাস্তিক উবাচ।

জগন্মৃষৈবেতি ভবন্মতঞ্চেৎ
কিং কথ্যতে ব্রহ্ম নিরর্থকং তৎ।
আকারশূন্যেন গতক্রিয়েণ॥
কর্ত্তব্যমেতেন কিমস্তি লোকে॥ ২৭॥

নাস্তিক বলিলেন, এই জগৎ মিথ্যা। আপনার মত যদি এইরূপই হয়, তবে নিরর্থক ব্রহ্মের কথা কেন বলিতেছেন; আপনি বুঝিয়া দেখুন আকারশূন্য ও ক্রিয়াশূন্য, এইরূপ বস্তুদ্বারা লোকে কি কর্ত্তব্য সাধিত হইতে পারে? ফলতঃ ক্রিয়াশূন্য ও আকৃতিশূন্য এইরূপ পদার্থ হইতেই পারে না॥ ২৭॥

বেদান্তিপরাভবঃ।

ইত্যাকর্ণ্য চকিতে তূষ্ণীংভূতে বেদান্তিনি।
সস্মিতং সর্ব্বে নৈয়ায়িকমুখমবলোকয়ন্তি স্ম॥ ২৮॥

ইহা শুনিয়া চকিত হইয়া বেদান্তী মৌনাবলম্বন করিলে পর সমস্ত সভাগণই ঈষৎহাস্যসহকারে নৈয়ায়িকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন॥ ২৮॥

তার্কিকঃ সাটোপং॥

কথমহো কিং ব্রূতে ভবান্ স্বমতমপরিষ্কুর্ব্বন্নেব।

পশ্য—

অভালয়ন্নেং নিজোক্তিদোষা-
নন্যোক্তিমুক্ত্যা তরলীকরোষি।
অসুন্দরাক্ষোহয়মিতিব্রুবাণো
কাণো হি হাস্যাস্পদতামুপৈতি॥ ২৯॥

তখন নৈয়ায়িক সদর্পে কহিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য! আপনি নিজের মত পরিষ্কার না করিয়াই কি বলিতেছেন ?। দেখুন আপনিনিজ বাক্যের দোষ না দেখিয়াই, বাগ্‌বিতণ্ডাদ্বারা অন্যের বাক্যেতাচ্ছীল্য প্রদর্শন করিতেছেন, যদি কাণা ব্যক্তি (কাণা) কাহাকেওবলে যে ইহার চক্ষু ভাল নয়, তবে সে নিশ্চয়ই হাস্যাস্পদ হইয়া থাকে ॥ ২৯ ॥

নাস্তিক উবাচ।

আঃ যুক্তিধারাবর্ষিণামস্মাকং পুরতঃ প্রচণ্ড-
সমীরণ ইবায়মুপস্থিতঃ ইতি চিন্তয়ন্নপ্যাহ।
আকর্ণয় তাবন্মতমস্মাকম্।

ন স্বর্গো নৈব জন্মান্তরদপি ন নরকো নাপ্যধর্ম্মো ন ধর্ম্মঃ
কর্ত্তা নৈবাস্য কশ্চিৎ প্রভবতি জগতো নৈব ভর্ত্তা ন হর্ত্তা।
প্রত্যক্ষান্যন্ন মানং ন সকলফলভুগ্‌দেহভিন্নোঽস্তি কশ্চি-
ন্মিথ্যাভুতে সমস্তেঽপ্যনুভবতি জনঃ সর্ব্বমেতদ্বিমোহাৎ॥

তখন নাস্তিক মনে মনে কহিতেছেন 'আঃ আমি যুক্তিধারা বর্ষণ করিতেছিলাম আমার অগ্রে প্রচণ্ড সমীরণের ন্যায় এই ব্যক্তি উপস্থিত হইল' এইরূপ চিন্তা করিয়াও কহিলেন; তবে আমাদিগের মত শ্রবণ করুন।

স্বর্গ নাই, জন্মান্তর নাই, নরক নাই, অধর্ম্ম নাই, ধর্ম্ম নাই, এই জগতের কোনও সৃষ্টিকর্ত্তা নাই, পালনকর্ত্তা নাই, সংহারকর্ত্তা নাই, প্রত্যক্ষভিন্ন প্রমাণ নাই, দেহভিন্ন পাপপুণ্যাদি সমস্ত কর্ম্মের ফলভোগী কোনও আত্মাদি নাই, এই মিথ্যাভূত অখিল সংসারে জীবগণ মোহবশতঃ এই সকল অনুভব করিয়া আসিতেছে ॥ ৩০ ॥

নাস্তিকপুনঃকথনং।

কিঞ্চ

অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ পাপমাত্মপ্রপীড়নম্।
অপরাধীনতা মুক্তিঃ স্বর্গোঽভিলষিতাশনম্॥

স্বদারপরদারেষু যথেচ্ছং বিহরেৎ সদা ॥
গুরুশিষ্যপ্রণালীঞ্চ ত্যজেৎ স্বহিতমাচরন্ ॥ ৩১ ॥

নাস্তিক পুনর্ব্বার কহিলেন, আর অহিংসাই পরম ধর্ম্ম, আত্মপীড়নই পাপ, পরাধীন না হওয়াই মুক্তি, অভিলষিত দ্রব্য ভোজনই স্বর্গ। নিজপত্নীতে ও পরদারে সততই যথেচ্ছ বিহার করিবে, আপনার হিতজনক আচরণ করিয়া গুরুশিষ্যপ্রণালী পরিত্যাগ করিবে ॥ ৩১ ॥

তার্কিকঃ সোপহাসং।

সাধুরে সাধু যদি প্রত্যক্ষান্যন্ন মানং তর্হি
ভবাদৃশে দূরবিদেশমাগতে
চরন্তু বৈধব্যবিধানমঙ্গনাঃ।
অদর্শনেনৈব যতঃ শরীরিণাং
বিদেশযানস্য মৃতেশ্চ তুল্যতা ॥ ৩২ ॥

তখন তার্কিক উপহাস সহাকারে কহিলেন, সাধু রে সাধু! যদি প্রত্যক্ষভিন্ন প্রমাণ নাই তবে—

আপনি যখন দূরবর্ত্তী বিদেশে গমন করিবেন, তখন অঙ্গনাগণ বৈধব্যবিধির অনুষ্ঠান করুক, যেহেতু শরীরধারী জীবগণের অদর্শন হেতু বিদেশগমনও মরণ সমানই হইতেছে ॥ ৩২ ॥

নাস্তিক উবাচ।

অহো মৃতস্য ন পুনর্দর্শনমিতি নিশ্চয়ঃ শরীরা-
দিনাশস্য স্বয়মেব সাক্ষাৎকৃতত্বাৎ বিদেশগতস্য
তু পুনর্দশনসম্ভাবনাপীতি ন সাম্যং ॥ ৩৩ ॥

নাস্তিক প্রত্যুত্তর করিলেন,

অহো! মৃতব্যক্তির পুনর্দ্দর্শন হয় না ইহা নিশ্চিতই আছে, যেহেতু শরীরাদি নাশের স্বয়ং সাক্ষাৎকার হইয়াথাকে। বিদেশগত ব্যক্তির

পুনর্দর্শনের সম্ভাবনা আছে, অতএব মরণ ও বিদেশ গমন কখন সমান হইতে পারে না॥ ৩৩॥

তার্কিক উবাচ।

কথমুৎকটকোটিকসম্ভাবনয়া নার্ত্তির্ভবতি॥ ৩৪॥

তার্কিক কহিলেন-একপক্ষে পুনরাগমন ও অপরপক্ষে মরণ এই উভয় পক্ষের মধ্যে উৎকট পক্ষ মরণের সম্ভাবনা থাকায় মানসিক পীড়া না হইবে কেন?॥ ৩৪॥

নাস্তিক উবাচ।

পত্রাদিদ্বারাঽধিগতবার্ত্তানাং কথমার্ত্তিঃ॥ ৩৫॥

নাস্তিক বলিলেন—পত্রাদিদ্বারা সংবাদ পাইলে আর পীড়া হইবে কেন?॥ ৩৫॥

তার্কিক উবাচ।

স্বাগতমেব তর্হি অনুমানমপি প্রমাণং -যত্তদীয় লিপ্যাদি জীবতস্তস্যাবধারণেন নার্ত্তির্ভবতি। এবং শব্দস্যাপ্যপ্রমাণ্যে আপ্তবাক্যাদৌ বিশ্বাসাভাবান্নিখিলপ্রবৃত্তিনিরোধঃ স্যাৎ স্যাচ্চ ভবাদৃশাং মূকতৈব শ্রেয়সীতি শব্দোঽপি প্রমাণত্বেন স্বীকার্য্য এব শ্রীমদ্ভিঃ॥ ৩৬॥

নৈয়ায়িক কহিলেন পথে আসুন, তবে অনুমানও প্রমাণ হইতেছে, যেহেতু বিদেশস্থব্যক্তির নিজের লিপি প্রভৃতিদ্বারা তাহার জীবিত থাকার নিশ্চয় করিয়া মানসিকাদি পীড়া হয় না।

এইরূপ শব্দও প্রমাণ, যদি শব্দের অপ্রামাণ্য হয়,তবে আপ্তবাক্যাদিতে (বৈদিক ও মহাজনাদি সম্বন্ধীয় বিশ্বস্ত বাক্যে।) বিশ্বাসের অভাবহেতু সমস্ত ব্যবহারাদি নিরোধ হইয়া যায়, আর ভবাদৃশ ব্যক্তিগণের মূকতাই শ্রেয়স্কর হইয়া উঠে, অতএব এক্ষণে শব্দও প্রমাণ বলিয়া ভবাদৃশ শ্রীমান্ ব্যক্তিগণের স্বীকার্য্য হইতেছে॥ ৩৬॥

নাস্তিকঃ সংক্ষোভং।

ভবতু নামানুমানং শব্দোঽপি প্রামাণং তথাপি
কথমীশ্বরাদিসিদ্ধিঃ ॥ ৩৭ ॥

তখন নাস্তিক ক্ষোভ সহকারে কহিলেন, অনুমান এবং শব্দও প্রমাণ হউক, তাহাহইলেও কিরূপে ঈশ্বরাদি সিদ্ধি হইতে পারে ॥ ৩৭ ॥

তার্কিক উবাচ।

কার্য্যাদ্যৈরনুমীয়তে স ভগবান্ কার্য্যঞ্চ সৃষ্ট্যাদিকং
নাস্তে চেদয়মীশ্বরঃ কথমহো সৃষ্ট্যাদিকং জায়তে ॥ ৩৮ ॥

তার্কিক কহিলেন সৃষ্ট্যাদি ঈশ্বরের কার্য্য, সেই কার্য্যাদি দ্বারা সেই ভগবান্ ঈশ্বরের অনুমান হইয়া থাকে, যদি এই ঈশ্বর না থাকেন তবে কি প্রকারে সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্য উৎপন্ন হইতে পারে? ॥ ৩৮ ॥

নাস্তিক উবাচ।

কা সৃষ্টৌ পরিদেবনা যদি পুনঃ পিত্রোরপত্যোদ্ভবঃ
কুম্ভাদ্যাঃ প্রভবন্তি সন্ততমমী তত্তৎকুলাদিতঃ ॥ ৩৯ ॥

নাস্তিক বলিলেন, যখন মাতাপিতা হইতে পুত্র উৎপন্ন হইতেছে, আর সেই সেই কুম্ভকারাদি কর্ত্তৃক যখন নিরন্তর ঘটাদি উৎপাদিত হইতেছে, তখন সৃষ্টির নিমিত্ত ভাবনা কি আছে?॥ ৩৯ ॥

তার্কিক উবাচ।

সত্যং সত্যং কর্ত্তারৌ পিতরৌ সুতস্য কলসা-
দীনাং কুলালাদয়ঃ কর্ত্তারো হি যথা তথাস্তি
কতমঃ কর্ত্তা বনে শাখিনাম্ ॥ ৪০ ॥

তার্কিক কহিলেন, সত্য বলিয়াছ, যেমন পিতামাতা পুত্রের কর্ত্তা এবং কুম্ভকারাদি যেমন কলসাদির কর্ত্তা, সেইরূপ বনস্থিত তরুগণের কর্ত্তা কোন্ ব্যক্তি?৪ ॥ ০ ॥

নাস্তিক উবাচ।

জায়ন্তে স্বত এব তে খলু যথা স্বেদোদ্ভবাঃ প্রাণিনঃ ॥৪১॥

নাস্তিক বলিলেন স্বেদজাত প্রাণিগণের ন্যায় তরুগণও স্বভাবতঃ আপনা আপনিই জন্মিয়া থাকে ॥ ৪১ ॥

তার্কিক উবাচ।

স্যাদিত্থং যদি তদ্বিনৈব পিতরৌ পুত্রঃ স্বতো জায়তাম্ ৪২

তার্কিক বলিলেন—যদি এইরূপই হয়, তবে মাতা পিতা ব্যতিরেকে পুত্র স্বয়ংই উৎপন্ন হউক ॥ ৪২ ॥

নাস্তিক উবাচ।

কেষাঞ্চিদ্দেহিনাময়ং স্বভাবো যৎ স্ত্রীপুরুষসংসর্গাদেবোৎপত্তিঃ যথা মানুষপশুপক্ষিণাম্। কেষাঞ্চিৎ পুনর্বিনৈব শুক্রশোণিতসম্পাতং স্বেদাদিনা। যথা মশকাদীনাম্। কেষাঞ্চিৎ পুনর্বীজজন্মভূমিবিশেষসংসর্গেণ যথা গুল্মতরুশস্যাদীনাম্। তথাহি কাননবাসিনামপি তেষাং যদৃচ্ছয়া পততামিহ বারিক্ষতিসংসর্গাদবাধেবোৎপত্তিরিতি স্বভাব এব বিলক্ষণানেককার্য্যোৎপত্তৌ কারণম্ ॥ ৪৩ ॥

নাস্তিক বলিলেন, কোন কোন শরীরিগণের স্বভাব এই যে তাহাদের স্ত্রীপুরুষের সংসর্গদ্বারা উৎপন্ন হয়. যেমন মনুষ্য, পক্ষী ও পশুদিগের হইয়া থাকে। আবার কোন কোন প্রাণিদিগের স্বভাব যে তাহাদের শুক্রশোণিতের সংযোগ ব্যতিরেকেও স্বেদাদিদ্বারা উৎপত্তি হয় যেমন মশকাদির হইয়া থাকে। আর কাহারদিগের এরূপ স্বভাব যে বীজ, জল ও ভূমিবিশেষ সংযোগে উৎপত্তি হয়, যেমন তরু, গুল্ম ও শস্যাদির হইয়া থাকে। তদনুসারে সেই কাননবাসিদিগেরও

যদৃচ্ছাক্রমে নিপতিত বারি ও ভূমি সংসর্গে বিনা বাধায় উৎপত্তি হয়। অতএব স্বভাবই ভিন্ন ভিন্ন অনেক কার্য্যোৎপত্তি বিষয়ে কারণ হইয়া থাকে ॥৪৩॥

তার্কিক উবাচ।

সত্যং স্বভাব এবায়ং পরন্তুং
স মালিকঃ কেলিমহীমহীরুহাং
প্রসেচনার্থং ঘটকো যথাম্বুনঃ।
তথাস্তি কো বন্যকৃতে পয়োমুচা-
মচেতনানাং ঘটকঃ সচেতনঃ ॥

কিঞ্চ

অসৌ স্বভাবতঃ স্বস্বরূপঃ কশ্চিদপরো বা নাদ্যঃ। স্বস্যৈব স্বং প্রতিকারণত্ব প্রসঙ্গাৎ। নাপি দ্বিতীয়ঃ ভবম্মতে দেহভিন্নাভাবাৎ। যদি দেহভিন্নোঽপি কশ্চিদ্ বিলক্ষণসকলকার্য্যকারী স্বীক্রিয়তে তর্হি স এবাস্মাকমীশ্বরঃ। অতএব ন দ্বিতীয়ঃ পক্ষঃ ॥ ৪৪ ॥

তার্কিক কহিলেন, সত্য বটে ইহা স্বভাবই, কিন্তু যেমন ক্রীড়াভূমির তরুগণের সেচনার্থ মালাকার সলিল সংঘটন করে, সেই রূপ বনস্থিত মহীরুহগণের সেচনার্থ কোন্ সচেতন ব্যক্তি অচেতন মেঘ বৃন্দের ঘটক হইয়া থাকে। যদি বল যে ঐ স্বভাব অথবা স্বস্বরূপ কোনও অপর ব্যক্তি সংঘটক হয়, তাহাতে প্রথমোক্ত স্বভাব ঘটক বা কারণ হইতে পারে না কেননা তাহা হইলে আপনার প্রতি আপনারই কারণত্ব প্রসঙ্গ হয়, কিন্তু আপনিই আপনার কারণ হইতে পারে না। আর দ্বিতীয় অর্থাৎ স্বস্বরূপ কোনও অপর বস্তুও কারণ হইতে পারে না, যেহেতু আপনার মতেই দেহভিন্ন বস্তুর অভাব আছে। এক্ষণে দেহভিন্ন বস্তুর স্বীকার ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। যদি

দেহভিন্ন বস্তুর স্বীকার ভিন্ন, কোনও ভিন্ন ভিন্ন সমস্তকার্য্যকারী স্বীকার করা যায় তবে তিনই আমাদিগের ঈশ্বর। অতএব ইহাতে আর দ্বিতীয় পক্ষ নাই॥ ৪৪॥

নাস্তিক উবাচ।

ইয়ানেবাবয়োর্মতভেদঃ যদ্ভবানীশ্বরমেকং নিত্যং দেহব্যতিরিক্তং বিলক্ষণাখিলকার্য্যকারিণং ব্রবীতি। অহং পুনর্বিলক্ষণসকলকার্য্যকর্ত্তন্ নিত্যান্ দেহব্যতিরিক্তাননন্তাঙ্গীকরোমীতি॥ ৪৫॥

নাস্তিক বলিলেন এই পরিমাণে আমাদের উভয়ের মতভেদ হইতেছে যে আপনি দেহব্যতিরিক্ত, নিত্য একমাত্র ঈশ্বরকে ভিন্ন ভিন্ন সমস্তকার্য্যকারী বলিতেছেন, এবং আমি দেহব্যতিরিক্ত ও নিত্য ভিন্ন ভিন্ন সমস্ত কার্য্যকারী অনন্তকারণ অঙ্গীকার করিতেছি। ৭৫॥

তার্কিকঃ সহাসং।

ধন্যা ভবন্তো যদনন্তকর্ত্তৃ-
নমস্তকার্য্যং প্রতি কীর্ত্তয়ন্তি।
বয়ং বদামঃ খলু সর্ব্বকার্য্য-
কর্ত্তারমেকং পরমেশমেব॥
ইত্যনয়োর্মতয়োঃ শ্রেয়ঃপর্য্যালোচনং
স্বলোচনৈর্ভবদ্ভিরেব করণীয়ঃ॥ ৪৬॥

নৈয়ায়িক হাস্য সহকারে বলিলেন, আপনারা ধন্য, যেহেতু অনন্ত কার্য্যের প্রতি অনন্ত কর্ত্তা কীর্ত্তন করিতেছেন। আমরা বলি যে সমস্ত কার্য্যকর্ত্তা একমাত্র পরমেশ্বরই, এই উভয় মতের কোনটি ভাল, তাহা আপনারা নিজবুদ্ধিদ্বারাই পর্য্যালোচনা করুন॥৪৬॥

নাস্তিকঃ সঙ্কুচিতমুখঃ।
ভবতু লাঘবাদেক এব কর্ত্তা।
পরমস্য নিত্যতায়াং কিং মানম্॥ ৪৭॥

নাস্তিক সঙ্কুচিতমুখ হইয়া কহিলেন, লাঘব ও গৌরব বিবেচনায় লাঘব হেতু একই কর্ত্তা হউক, কিন্তু তাহার নিত্যতার প্রমাণ কি?॥৪৭

তার্কিক উবাচ।

যদ্যসাবনিত্যঃ কস্তস্যোৎপাদকো নাশকো বা অস্তি চেৎ কশ্চিত্তাদৃশোঽপ্যেকস্তস্যাপ্যনিত্যত্বে অনবস্থা প্রসঙ্গঃ। নিত্যত্বে চ স এবাস্মাকমীশ্বরঃ॥ ৪৮॥

নৈয়ায়িক কহিলেন, যদি ঈশ্বর অনিত্য তবে কে তাঁহার উৎপাদক বা নাশক আছে; যদি তাদৃশ কোন বস্তু থাকে তবে তাহাও অনিত্য, এইরূপে অনবস্থা প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়। যদি একটী ও নিত্য হয় তবে তিনিই আমাদিগের ঈশ্বর॥ ৪৮॥

তার্কিকপুনঃকথনম্।

ইত্যাকর্ণ্য তূষ্ণীম্ভূতে নাস্তিকে পুনরাহ তার্কিকঃ
বিনা ধর্ম্মাধর্ম্মৌ রচয়তি কথম্বা স ভগবান্
ইহানন্দাক্লেশৈরুপচিতমহো জীবমখিলম্।
জগৎস্রষ্টুঃ সৃষ্টিং কিমপি সমদৃষ্ট্যা রচয়তো
ন রাগো ন দ্বেষঃ ক্বচিদপি জনে তস্য জয়তি॥
এবং যদি স্বর্গনরকাদিকং নাস্তি তদা ভবানপি কথং চৈত্যবন্দনাদৌ প্রবৃত্তো হিংসাতো বিভেতি। নহি বিনা ভয়াভিলাষৌ প্রবৃত্তিনিবৃত্তী॥ ৪৯॥

তার্কিকের পুনঃ কথন:

তাহা শুনিয়া নাস্তিক চকিত হইয়া মৌনাবলম্বন করিলে নৈয়ায়িক পুনর্ব্বার কহিলেন—

সেই ভগবান্ ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম ব্যতিরেকে, সুখ দুঃখ সম্বন্ধ অখিল জীবচক্র কিরূপে রচনা করিবেন? সেই জগৎস্রষ্টা কি একরূপ অনির্ব্বচনীয় সমদৃষ্টিদ্বারা সমস্ত জীবাদির সৃষ্টি করিয়া থাকেন, ফলতঃ তাঁহার জীবাদি কোন পদার্থেই অনুরাগ বা দ্বেষ অণুমাত্রও দৃষ্ট হয় না।

এইরূপ যদি স্বর্গ নরকাদি না থাকে তবে আপনিও চৈত্য (ইষ্টকাদি দ্বারা বদ্ধতল বৃক্ষ) বন্দনাদিতে প্রবৃত্ত থাকিয়া হিংসা হইতে ভয় করিতেছেন কেন? আপনি জানিবেন যে ভয় ও অভিলাষ ব্যতিরেকে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি সংঘটিত হইতে পারে না ॥ ৪৯ ॥

তার্কিকপুনঃকথনম্।

তৎফলমপি নৈহিকং অননুভূয়ত্বাৎ। তস্মাৎ পারলৌকিকমেব স্বর্গনরকাদিরূপম্। ফলজনকাবপি ধর্ম্মাধর্ম্মৌ নেহ জন্মন্যেব কৃতৌ জন্মত এব ফলোদয়াৎ। তস্মাদস্ত্যেব জন্মান্তরং ধর্ম্মাধর্ম্মৌ পুনঃ প্রতিপাদয়ন্তীশ্বরকৃতশ্রুতিঃ তদনুযায়িমুনিপ্রণীতস্মৃতিপুরাণাদয় ইতি। বেদবিহিতৈহিকফলককারীত্যভিচারাদিকর্ম্মভির্জায়মানবৃষ্টিশত্রুচ্ছেদাদিরূপফলৈঃ পারলৌকিককর্ম্মণঃ সাফল্যমনুমীয়তে ॥৫০॥

তার্কিক পুনর্ব্বার কহিতেছেন, পাপ ও পুণ্যকর্ম্মের ফল ইহলৌকিক নহে, যেহেতু ইহলোকে তাহার অনুভব হয় না। অতএব পাপপুণ্যের নরকস্বর্গাদিরূপ ফল পারলৌকিক জানিবেন। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম সুখ দুঃখ রূপ ফলজনক হইলেও তাহা করিলে ইহ জন্মেই তাহার ফলভোগ হয় না, পরজন্ম হইতেই ফলোদয় হইয়া থাকে; অতএব জন্মান্তর নিশ্চয়ই আছে। ঈশ্বরকৃত বেদশাস্ত্র এবং তদনুযায়ী মুনিপ্রণীত স্মৃতি ও পুরাণাদি শাস্ত্র, ধর্ম্ম কি কি ও অধর্ম্ম কি কি তাহা নিরূপণ পূর্ব্বক প্রতিপাদন করিয়া দিয়াছেন। বেদবিহিত ঐহিকফলকারী অভিচারাদি কর্ম্ম সমূহ দ্বারা বৃষ্টি ও শত্রুচ্ছেদ রূপ ফল জন্মে, সেই সকল দ্বারা পারলৌকিক কর্ম্মের সাফল্য অনুমিত হয় ॥ ৫০ ॥

তার্কিকপুনঃকথনম্।

এবং এতদভিহিতগ্রহণগ্রহোদয়াদিদর্শনাৎ তদ্দর্শিতাখিলবস্তুনঃ প্রমাণ্যং সিদ্ধ্যতি॥ ৫১॥

তার্কিকের পুনঃ কথন।

এইরূপে জ্যোতিষোক্ত গ্রহণ ও গ্রহোদয়াদি দর্শন হেতু তৎপ্রদর্শিত অখিল বস্তুর প্রামাণ্য সিদ্ধ হইতেছে॥ ৫১॥

নাস্তিকপরাভবঃ।

বৌদ্ধে পুনঃ শুদ্ধিবিহীনবুদ্ধৌ
বা বিস্মিতে বিস্মৃতবুদ্ধশাস্ত্রে।
সোল্লাসহাসেষু সভান্বিতেষু
ভূয়ঃ স বিদ্বান্ বিজয়ী জগাদ॥ ৫২॥

সিদ্ধোঽয়ং পরমেশ্বরঃ প্রভুতয়া সর্গস্থিতিধ্বংসকৃন্
নিত্যো নিত্যমতির্গতিস্তনুভৃতাং কুর্য্যাজ্জগন্মঙ্গলম্।
জেতারো বয়মদ্য নাস্তিককুলপ্রধ্বংসনাদ্বেষিণো
জানীমঃ সহসা পরানপি পরাভূতাং স্বদীয়েচ্ছয়া॥৫২

নাস্তিকের পরাভব।

এইরূপে সেই নাস্তিক বৌদ্ধের বুদ্ধি, শুদ্ধিবিহীন হইলে অর্থাৎ তার্কিকের তর্ক দ্বারা পরাভূত হইয়া স্ফুর্ত্তিবিহীন হইলে অথবা বুদ্ধ শাস্ত্র বিস্মৃত হইলে সভান্বিত ব্যক্তিগণ উল্লাস সহকারে হাস্য করিলে সেই বিজয়ী বিদ্বান্ তার্কিক পুনর্ব্বার বলিতে আরম্ভ করিলেন।

এই রূপে সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কর্ত্তা অখিলের প্রভু, নিত্য নিজবুদ্ধি বিশিষ্ট, শরীরিজীবগণের সদগতিদায়ক পরমেশ্বর আছেন,—ইহা প্রমাণসিদ্ধ হইল, তিনি এই জগতের মঙ্গল বিধান করুন। এক্ষণে অদ্য নাস্তিককুলের বিশেষরূপ পরাভবহেতু আমরা ঈশ্বরদ্বেষী ব্যক্তিগণকে পরাজিত করিয়া বিজয়ী হইলাম, এবং ইহাদ্বারা জানিলাম যে

সেই পরমেশ্বরের ইচ্ছায় অন্যান্য ঈশ্বর বিদ্বেষী পাষণ্ডগণও পরাভূত হইল ॥ ৫২ ॥

বৈষ্ণব উবাচ।

অথ প্রভুণাদিষ্টঃ স্বমতমাহ বৈষ্ণবঃ।
নারায়ণারাধনমন্তরেণ
যো মুক্তিমাকাঙ্ক্ষতি জীবলোকঃ।
পোতাধিরোহেণ বিনৈব সোঽপি
পয়োনিধেঃ পারমপি প্রযাতু ॥ ৫৩ ॥

বৈষ্ণব কথন।

অনন্তর প্রভুকর্তৃক আদিষ্ট হইয়া বৈষ্ণব বলিলেন, যে ব্যক্তি নারায়ণের আরাধনা ব্যতিরেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করে, সে পোতাধিরোহণ ব্যতিরেকেই পয়োনিধির পারগমনে অভিলাষীর ন্যায় সংসার সাগরে নিমগ্ন হইয়া যায় ॥ ৫৩ ॥

শৈব উবাচ।

সেত্বাভিশ্চেশকৃপোপপন্নৈ-
রন্যৈরুপায়ৈরপি নির্ব্বিকল্পম্।
পোতাধিরোহেণ বিনৈব কেঽপি
রামাদিবৎ সাগরমুত্তরন্তি ॥ ৫৪ ॥

শৈব কথন।

শৈব বলিলেন, সর্ব্বেশ্বর শঙ্করের কৃপানির্ম্মিত সেতু প্রভৃতি এবং অন্যান্য উপায় দ্বারা অনেকেই পোতারোহণ ব্যতিরেকেই রামাদির ন্যায় নিশ্চয়ই সংসার সাগর পার হইয়া যায় ॥ ৫৪ ॥

রামোপাসকঃ।

অত্রান্তরে রামোপাসকঃ।
রামেতি যন্নাম জনাঃ স্মরন্তঃ
সংসারবারাংনিধিমুত্তরন্তি।

স কস্য বেশস্য কৃপানুবিষ্টো
ববন্ধ সেতুং জগদেকনাথঃ ॥
মহান্ মুরারেরপরো ন কশ্চিৎ
তস্যাপি রূপাণি বহূনি সন্তি।
রূপেষু তেষপ্যুপপন্নশীলান-
ন রামচন্দ্রাদপরো গরীয়ান্ ॥ ৫৫ ॥

রামোপাসক।

এই অবসরে রামোপাসক বলিলেন, যাঁহার রাম এই নামমাত্র স্মরণ করিয়া জনগণ সংসারসাগর পার হইয়া যায়, সেই জগতের এক মাত্র ঈশ্বর রামচন্দ্র আবার অপর কোন্ ঈশ্বরের কৃপা আশ্রয় করিয়া সেতু বন্ধন করিবেন? মুরারি নারায়ণ অপেক্ষা অপর কেহই মহাপ্রভু নাই, তাঁহারও অনেক প্রকার রূপ বিদ্যমান আছে, সেই সমস্তের মধ্যে সদ্বৃত্তশালী রামচন্দ্র অপেক্ষা গৌরবান্বিত অপর কেহই নাই ॥ ৫৫ ॥

কৃষ্ণোপাসকঃ।

অত্রান্তরে কৃষ্ণোপাসকঃ।

রাধাদিগোপীজনদৃক্‌চকোর-
নিপীয়মানাননপূর্ণচন্দ্রাৎ।
বংশীনিনাদার্জ্জিতজীবতৃষ্ণাৎ
কৃষ্ণাৎ পরঃ কঃ পুরুষঃ পুরাণঃ ॥ ৫৬ ॥

কৃষ্ণোপাসক।

ইত্যবসরে কৃষ্ণোপাসক বলিলেন, যাঁহার বদনরূপ পূর্ণ সুধাকর হইতে রাধা প্রভৃতি গোপীগণের নয়ন চকোর প্রেমসুধা পান করে এবং যাঁহার বংশীরব শ্রবণে জীবগণ স্বীয় জীবন সার্থক জ্ঞান করে সেই কৃষ্ণব্যতিরেকে পুরাণ পুরুষ আর অপর কোন্ ব্যক্তি আছে? ॥ ৫৬ ॥

রাধোপাসকঃ।

অত্রান্তরে রাধোপাসকঃ। কিমহো শ্রীরাধামপি গোপী-গণেষু জানাসি। আকর্ণয়—

কলিন্দকন্যাপুলিনে বনে বা
গৃহেঽন্যতো বা নিবসন্ কদাপি।
যৎপাদপদ্মার্চ্চনমন্তরেণ
ননন্দ নো নন্দকিশোর এষঃ॥ ৫৭॥

রাধোপাসক।

এই অবসরে রাধার উপাসক বলিলেন, অহে তুমি কি শ্রীরাধিকাকে গোপীজনের মধ্যে গণনা করিয়া থাক। তবে শ্রবণ কর।

কলিন্দকন্যা বা যমুনার পুলিনদেশে অথবা বন কিম্বা গৃহমধ্যে ও অন্য কোন স্থানে বাস করিয়াও কথনই যাঁহার চরণ সরোজের অর্চ্চনা না করিয়া নন্দকিশোর শ্রীকৃষ্ণ প্রীতিলাভ করিতে পারেন না; তাঁহাকে তুমি গোপী বলিয়া জ্ঞান করিতেছ?॥ ৫৭॥

পুনঃ কথনম্।

যামীশ্বরীত্বে পরিকল্প্য যত্না-
দাত্মানমাবেশ্য চ দাসভাবে।
প্রসাদমাসাদ্য কটাক্ষভঙ্গী-
রঙ্গীচকারৈষ শিরঃপ্রণামৈঃ॥
তেনাপি গোপালকবালকেন
ন্যবেশি যা পুণ্যলতাফলত্বে।
ধন্যোঽপি কিন্তে কথয়ামি রাধাং
তামন্যসামান্যতয়া ব্রবীষি॥ ৫৮॥

পুনঃ কথন।

এই নন্দনন্দন যাঁহাকে ঈশ্বরী বলিয়া অবধারণ পূর্ব্বক আপনাকে

তাঁহার দাসভাবে নিবেশিত করিয়া প্রসন্নতা প্রাপ্তি পূর্ব্বক অবনতমস্তকে তাঁহার কটাক্ষভঙ্গী অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। আর সেই গোপলবালক যাঁহাকে পাইয়া স্বকীয় পুণ্যলতার ফল পাইলাম বলিয়া মনে করিয়াছিলেন; সেই রাধিকাকে সামান্য মানবী মনে করিতেছ তুমি ধন্য তোমাকে আর কি বলিব ॥ ৫৮ ॥

কৃষ্ণোপাসকঃ।

সত্যং সত্যং অস্মাভিরাবেশাদপ্রণিধানেন তথোক্তম্। পশ্য

প্রাণেশ্বরী দৈবতদৈবতস্য
শ্রীকৃষ্ণদেবস্য তু রাধিকৈব।
অদ্যাপি রাধাসহিতো যদেব
বৃন্দাবনে নিত্যবিহারশালী ॥ ৫৯ ॥

কৃষ্ণোপাসক কহিলেন, সত্য সত্য। আমি বিশেষরূপ প্রণিধান না করিয়াই আবেশবশে উক্তরূপ বলিয়া ফেলিয়াছি। দেখ রাধিকাই দেবদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রাণেশ্বরী, যেহেতু তিনি আজিও রাধার সহিত বৃন্দাবনে বিহার করিতেছেন ॥ ৫৯ ॥

পুনঃ কথনং।

অপিচ—

রাধাং বিনা ধ্যায়তি যশ্চ কৃষ্ণং
কৃষ্ণং বিনা ধ্যায়তি যশ্চরাধাং।
ইমাবুভাবপ্যুপপন্নমোহৌ
বৃথাজনী ভক্তিরসানভিজ্ঞৌ ॥
রাধাং বিনা তিষ্ঠতি নৈব কৃষ্ণঃ
কৃষ্ণং বিনা তিষ্ঠতি নৈব রাধা।
সাধারণান্যোন্যরসে নিমগ্নৌ
মগ্নৌ মদীয়ে হৃদি খেলতান্তৌ ॥ ৬০ ॥

পুনঃকথন।

আর ও যেব্যক্তি রাধা ব্যতিরেকে কৃষ্ণের ধ্যান এবং যেব্যক্তি কৃষ্ণ ব্যতিরেকে রাধার ধ্যান করে, এই দুইজন মোহবশে মোহিত হইয়া আছেন, ইহাদের জন্ম বৃথা ইহারা ভক্তিরস কাহাকে বলে জানে না। রাধাব্যতিরেকে শ্রীকৃষ্ণ অবস্থিতি করেন না এবং রাধাও কৃষ্ণব্যতিরেকে অবস্থিতি করেন না। ইহারা পরস্পর পরস্পরের রসসাগরে নিমগ্ন হইয়া আমার হৃৎপদ্মে বিহার করিতেছেন॥ ৬০॥

রামোপাসকঃ সস্মিতং।

কিমহো শৃঙ্গাররসপ্রাধান্যেনৈব সর্ব্বতঃ কৃষ্ণস্য মহত্ত্বং প্রতিপাদয়সি॥ ৬১॥

অনন্তর রামোপাসক ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, অহে তুমি শৃঙ্গার রসের প্রাধান্য দ্বারা সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণের মহত্ত্ব প্রতিপাদন করিতেছ? ॥ ৬১॥

কৃষ্ণোপাসকঃ।

রামচন্দ্রস্যাপি শৃঙ্গাররস প্রাধান্যমস্ত্যেব। পরন্তু বিপ্রলম্ভমাদায়েতি বিশেষঃ॥ ৬২॥

কৃষ্ণোপাসক কহিলেন রামচন্দ্রের ও শৃঙ্গার রসপ্রধান্য আছেই, তবে তাহা বিপ্রলম্ভ বিশিষ্ট শৃঙ্গার রস এইমাত্র বিশেষ॥ ৬২॥

অত্রান্তরে বৈষ্ণব উবাচ।

কিমিতি স্বমধ্য এব বৃথা কোলাহলঃ প্রারব্ধো যুবাভ্যাম্

য এব রামোহি স এব কৃষ্ণো

য এব কৃষ্ণো হি স এব রামঃ।

অন্যোন্যভিন্নৌ নহি রামকৃষ্ণৌ

নারায়ণস্যাবতরৌ যদেতৌ॥ ৬৩॥

এই সময়ে বৈষ্ণব বলিলেন, অহে একি? তোমরা যে আপনা-আপনির মধ্যেই বৃথা কোলাহল আরম্ভ করিলে, তোমরা নিশ্চিত

জানিও যে যিনিই রাম, তিনিই কৃষ্ণ এবং যিনি কৃষ্ণ তিনিই রাম রাম ও কৃষ্ণ পরস্পর ভিন্ন নহেন, ইঁহারা উভয়েই নারায়ণের অবতার ॥ ৬৩ ॥

কৃষ্ণোপাসকঃ সবিনয়ং।

প্রভো যদ্যপি নারায়ণাবতারত্বেনৈব রামচন্দ্রস্য শ্রীকৃষ্ণ-দেবস্য চ সাম্যমায়াতি তথাপি পূর্ণাবতারত্বেন শ্রীকৃষ্ণ-দেবস্য প্রাধান্যমস্ত্যেব পূর্ণাবতারত্বঞ্চ শ্রূয়মাণমপি ক্রিয়া-বিশেষৈরুন্নীয়তে। যথা,—

আবির্ভূয় গদাসিশঙ্খধনুরাবিভ্রচ্চতুর্ভির্ভুজৈ-
র্ব্রহ্মাদ্যৈরুপগীয়মানবিভবঃ পীতাম্বরো বালকঃ।
কালিন্দীমতিবর্দ্ধমানসলিলামুল্লংঘ্য চাপ্যোদবং
গত্বা গোকুলরাজজামথ মহামায়ামিতশ্চালয়ন্ ॥
কৃত্বা তত্র চ পূতনাদিকদনং যৎপ্রাণিভি র্দুষ্করং
বিশ্বগ্ বিশ্বমিদং নিজোদরগতং সন্দর্শ্য মাত্রে বপুঃ।
গোপীভির্বিজহার যঃ শিশুরপি প্রাগল্ভ্যমুদ্বেজয়ন্
নন্তুর্গর্ব্বমখর্ব্বয়ৎ সুরপতেরুদ্ধৃত্য গোবর্দ্ধনম্ ॥
আশ্চর্য্যং জগতোঽখিলং জনয়তা হত্বা চ কংসাদিকং
সন্দর্শ্যাথ কৃতাস্তমন্দিরগতাপত্যানি পিত্রে পুনঃ।
সুপ্তা যেন নিশান্তরে মধুপুরীমধ্যস্থিতা যাদবা
নীতা দ্বারবতীং সতীং জলনিধেরন্তঃ ক্ষণান্মায়য়া ॥

কিঞ্চ

ষোড়শ সহস্র মজস্রং
কন্যকাঃ ক্ষিতিভুজামুপভোক্তুম্।
তাবতীঃ সমকরোন্নিজমূর্ত্তীঃ
তত্র তত্র ভবনে ভুবনেশঃ ॥ ৬৪ ॥

তখন কৃষ্ণোপাসক সবিনয়ে কহিতে লাগিলেন, হে প্রভো! যদিও রামচন্দ্রও শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণের অবতার বলিয়া সমতা হইতেছে তথাপি পূর্ণাবতার বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রাধান্য আছেই আছে। শ্রীকৃষ্ণ যে পূর্ণাবতার তদ্বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ সত্ত্বেও আবার ক্রিয়া বিশেষ সমূহ দ্বারা তাহা প্রতীয়মান হইতেছে যথা ;—

শ্রীকৃষ্ণ গদা, অসি, শঙ্খ ও শরাসন এই চারিটি স্বীয় ভুজচতুষ্টয়ে ধারণ পূর্ব্বক আবির্ভূত হইলে ব্রহ্মাদি দেবতাগণ সেই পীতাম্বরধারী বালকের বিভব গান করিয়াছিলেন। তিনি জন্মমাত্রই বর্দ্ধমান সলিলা যমুনানদী স্বল্পজলার ন্যায় পার হইয়া মহামায়ারূপিণী গোকুল রাজতনয়াকে নিজ জন্মস্থানে চালনা করিয়া দিয়া প্রাণিগণের পক্ষে একান্ত দুষ্কর পূতনাদি বধরূপ কার্য্য সকল সম্পাদন করিয়াছিলেন। আর তিনি নিজ জননী যশোদাকে স্বীয় উদরমধ্যে অখিল বিশ্বমণ্ডল প্রদর্শন, গোপীদিগের সহিত বিহার এবং শিশু হইয়াও প্রগল্‌ভাবে উত্তেজিত করিয়া গোবর্দ্ধনগিরি উত্তোলন পূর্ব্বক সুরপতির অন্তর্গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছিলেন। এইরূপে তিনি অখিলে আশ্চর্য্য কার্য্য সমস্ত প্রদর্শন পূর্ব্বক কংসাদিদুর্ব্বৃত্তগণকে নিহত করেন, এবং কৃতান্তভবনগত মৃত শিশুকে জীবন্ত আনিয়া শিশুর পিতাকে সমর্পণ করেন এবং রজনীযোগে সুষুপ্ত মধু পুরস্থিত যাদবগণকে জলধির সমীপস্থ দ্বারকা পুরীতে ক্ষণকাল মধ্যেই লইয়া যান। আর তিনি ষোড়শ সহস্র নৃপনন্দিনীগণের রতি উপভোগ করিবার নিমিত্ত তাহাদের প্রত্যেকে ভবনে আপনার সেই একমূর্ত্তি ষোড়শ সহস্র ভাগে পূর্ব্বরূপে বিভক্ত করিয়া, সেই সমস্ত রমণীগণের সহিত এক সময়েই বিহার করিয়াছিলেন ॥ ৬৪ ॥

পুনঃ কথনম্।

অথচ—

বিচিত্রদন্তানি সুলোচনানি
ভ্রূভঙ্গলীলাজিত কার্ম্মকাণি।

স্মেরাণি সৌম্যানি সুদীপ্তিমন্তি
সমন্ততঃ কানিচিদাননানি।
সুবর্ত্তুলৈঃ কোটরলীনশোণৈ-
রুগ্রৈরনেকাক্ষিভিরঞ্চিতানি॥
করালদংষ্ট্রাণি ভয়ঙ্করাণি
ভাস্বন্তি বক্ত্রাণি তথাপরাণি॥
শ্যামানি পীতানি তথা সিতানি
রক্তানি রক্তানি পিবন্তি ভূয়ঃ।
কালানলজ্বালমিবোদ্বমন্তি।
মুখান্যথো কানপি বিস্ফুরন্তি॥
আশ্চর্য্যরূপং নিজরূপমীদৃক্
যো দর্শয়ামাস ধনঞ্জয়ায়॥

অপিচ।

যো দৈত্যবংশাবতরান্ নরেন্দ্রান্
নিহত্য ভূমেরবতীর্য্য ভারম্।
ক্ষয়ং বিধায় স্বকুলস্য লোকান্
স্বতেজসা ব্যাপ্য দিবং জাগম॥
রামাদয়োংশাবতরা হরেশ্চেদ
ভবন্তি সর্ব্বেঽপি ভবন্তু নাম।
পরন্তু তে হন্ত কথন্তু সাম্যং
ভজন্তু কৃষ্ণেন সমস্তু তেন॥ ৬৫॥

পুনঃ কথন।

আরও যিনি বিচিত্রদন্তবিশিষ্ট ভ্রূভঙ্গলীলাসমন্বিত সুলোচন সংযুক্ত

দীপ্তিমান্, অনির্ব্বচনীয় সৌম্যদর্শন, প্রফুল্লিত আনন সকল এবং কোটরগত, সুগোল লোহিতবর্ণ, উগ্রতর লোচনবিশিষ্ট করালদন্তসংযুক্ত, দীপ্তিমান্, ভয়ঙ্কর, শ্যামবর্ণ, পীতবর্ণ ও শুভ্রবর্ণ মুখসমূহ অধিকতর রুধির পান করিতেছে এবং অপর বদনসমূহ প্রলয়কালের অনলরাশি উদ্গমন করিয়া স্ফুরিত হইতেছে, এতদ্রূপ আশ্চর্য্যরূপ সকল স্বীয়সখা ধনঞ্জয়কে দেখাইয়াছিলেন।

আরও যিনি অবনীতলে অবতীর্ণ হইয়া দৈত্যবংশাবতার নরপতিগণকে নিহত করিয়া ভূমির ভার হরণ এবং নিজ কুলজাত লোকদিগের ক্ষয় সাধন করিয়া নিজতেজে পরিব্যাপ্ত হইয়া দেবলোকে গমন করিয়াছিলেন, যাঁহার কার্য্য এরূপ অলৌকিক তাঁহাকে পূর্ণাবতার ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে। রামাদি সকলে হরির অবতার হইয়াছেন, হউন, কিন্তু তাঁহাদের সহিত কৃষ্ণের সমতা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? ॥ ৬৫ ॥

ইত্যুদীর্য্য বিরতে কৃষ্ণোপাসকে
রামোপাসকঃ।

কিমহো শ্রীরামচন্দ্রস্য মহিমানং
ন বেৎসি আকর্ণয়াকর্ণয়।
চতুর্ভুজঃ পীতদুকূলধারী
হারী সহস্রাংশুসহস্রদীপ্তিঃ।
রামঃ পরং ব্রহ্ম কুতোঽপি হেতোঃ
কৌশল্যয়ালোকি পুরোঽবতীর্ণঃ॥
তয়া ততঃ স্তোত্রশতোপগীতং
স্তুতং ভবাম্ভোজভবাদিদেবৈঃ।
ক্ষণাদদোরূপমরূপশালী
বিহায় বালীকৃতবিগ্রহোঽভূৎ॥

অনন্যসাধ্যামবধার্য্য যত্নাদ্
যাং যাচয়ামাস হঠান্ মুনীন্দ্রঃ।
নিহত্য রক্ষাংসি চকার রক্ষাং
তামেব বালোঽপি মহাধ্বরস্য ॥ ৬৬ ॥

এই বলিয়া কৃষ্ণোপাসক বিরত হইলে রামোপাসক বলিলেন অহে! তুমি শ্রীরামচন্দ্রের মহিমা অবগত নও, তবে শ্রবণ কর।

রাজমহিষী কৌশল্যাদেবী কোনও কারণে অবতরণ কালে প্রথমে চতুর্ভুজ, পীতবসন, মনোহর, সহস্রসূর্য্যসদৃশ দীপ্তিশালী, পরব্রহ্ম রামচন্দ্রকে অবলোকন করিলেন। তদনন্তর তিনি দেখিলেন যে মহাদেব পদ্মাসনাদি সহস্র সহস্র দেবগণ স্তোত্র দ্বারা তাঁহার স্তুতি করিতেছেন, তখন তৎক্ষণাৎ সেই মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া নিরাকার হইয়া পরে বালক মূর্ত্তি হইলেন। অনন্তর মহর্ষি বিশ্বামিত্র আগমন পূর্ব্বক অনন্যসাধ্য যজ্ঞরক্ষণ কার্য্য আগ্রহ সহকারে প্রার্থনা করিলে তিনি বালক হইলেও রাক্ষসদিগকে নিহত করিয়া মহাযজ্ঞের রক্ষা করিয়াছিলেন ॥ ৬৬ ॥

পুনঃ কথনং।

শৈবং ত্রিলোকী বিনিবাসভাজাং
বলাদসাধ্যোদ্ধরণং ধনুস্তৎ।
যো হেলয়া শ্রীরঘুবংশহংসো
জগচ্চমৎকারকরং বভঞ্জ ॥
দৈবীং কলাং কামপি কামরূপাং
বসুন্ধরায়োনিময়োনিজাতাং
নিজাত্মজত্বে জনকেন নীতাং
সীতাং বিনীতাং পরিণীতবান্ যঃ ॥

যো জামদগ্ন্যাজ্জগদেকমান্যান্ ।
মহাবলাৎ ক্ষত্রিয়কালরাত্রেঃ ।
মদোদ্ধতাদুদ্ধততাপশান্ত্যৈ
তেজো নিজং বৈষ্ণবমাজহার ॥
পিতুঃ প্রতিজ্ঞাপরিপালনায়
রাজ্যং পরিত্যজ্য জটাং দধানঃ ।
যো বল্কলেনাম্বরসম্বৃতঃ সন্
বনং গতো লক্ষ্মণজানকীভ্যাম্ ॥
লোকত্রয়োপদ্রবকারণানি
ঘোরাণি ঘোরায়ুধদর্শনানি ।
নিহত্য রক্ষাংসি চকার রক্ষাং
তস্মিন্ বনে সম্বসতাং মুনীনাম্ ॥ ৬৭ ॥

ত্রৈলোক্যনিবাসী বীরগণ যে শৈব শরাসন উত্তোলন করিতেই অসমর্থ, যে রঘুবংশতিলক রামচন্দ্র, সেই ধনু অবলীলায় ভগ্ন করিয়া জগতীতলস্থ জনগণকে চমৎকৃত করিয়া দেবাংশজাতা অনির্ব্বচনীয়-কামরূপা, অযোনিজা, বসুন্ধরা হইতে উৎপন্না জনকতনয়া সীতাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। যিনি ক্ষত্রিয়গণের কালরাত্রি স্বরূপ, মহা-বল ও জগতের মাননীয়, যিনি মদোদ্ধত জামদগ্ন্য হইতে উদ্ধত তাপ-শান্তির নিমিত্ত স্বীয় বৈষ্ণবতেজ গ্রহণ করিয়াছিলেন। যিনি পিতৃসত্য প্রতিপালনের নিমিত্ত রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক জটাধারণ ও বল্কল পরিধান করিয়া লক্ষ্মণ ও জানকীর সহিত বনে গমন করিয়াছিলেন, যিনি ঘোরদর্শন ও ঘোরতর আয়ুধধারী ত্রিলোকে উপদ্রবকারী রাক্ষস-দিগকে নিহত করিয়া তদ্বনবাসী মুনিগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার মহত্ত্ববিষয়ে আর সংশয় কি আছে? ॥ ৬৭ ॥

পুনঃ কথনম্ ।

অন্তর্হিতায়াং জনকাত্মজায়াং
কার্য্যার্থমর্থিত্রিদশেশ্বরাণাম্ ।
মায়াময়ী কাচিদলীকরূপা
সীতা হৃতা তত্র চ রাবণেন ॥
লীলাবশাদ্দাশরথেরথাস্য
সাধারণস্যেব জনস্য কোঽপি ।
ব্যলোকি লোকৈঃ সকলৈর্বলীয়ান্
প্রিয়াবিয়োগপ্রভবো বিকারঃ ॥ ৬৮ ॥

পুনঃকথন ।

প্রধান প্রধান দেবতাবর্গ প্রার্থনা করিলে তাঁহাদের কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত দেবী জানকী অন্তর্হিত হইলে পর লঙ্কাপতি কোনও অলীক মূর্ত্তি সীতাকে হরণ করিল। অনন্তর সেই দশরথাত্মজ রামচন্দ্র লীলা-বশতঃ সাধারণ ব্যক্তি বর্গের ন্যায় প্রিয়াবিয়োগে বিকৃতচিত্ত হইয়া-ছিলেন, লোক সকল সেই লীলাই অবলোকন করিয়াছিল ॥ ৬৮ ॥

পুনঃ কথনং ।

অত্রান্তরে দাসপদং প্রপদ্য
রুদ্রাবতারো মিলিতো হনূমান্ ।
বনেচরাণামথ বানরাণাং
স মেলয়ামাস চমূমমাত্যঃ ॥
স প্রস্তরৈর্দুস্তরসাগরান্তঃ
সেতুং ববন্ধ প্রতিবন্ধহীনঃ ।

চমূসমূহেন বিবেশ রামো
লঙ্কামলঙ্কামপি কামরূপাম্ ॥
কারাগৃহে যা সুরসুন্দরীণাং
মহেন্দ্রচন্দ্রাদিসুরেশ্বরাণাং
গম্যা ন যা দানবমানবানাং
শ্রীরাজরাজানুজরাজধানী ॥ ৬৯ ॥

পুনঃ কথন।

এই সময়ে রুদ্রাবতার হনূমান্ তাঁহার দাসত্ব পদ লাভ করিয়া অন্যান্য বনেচর বানর সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে অমাত্যরূপে তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইলেন। অনন্তর রামচন্দ্র প্রস্তর পুঞ্জদ্বারা সুদুস্তর সাগর মধ্যে নির্ব্বিঘ্নে এক সেতুবন্ধন করিলেন, তদ্দ্বারা তিনি সমস্ত বানর সৈন্য সমভিব্যাহারে, অনির্ব্বচনীয়া, অতি কমনীয়রূপিণী লঙ্কা-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এই লঙ্কা ধনপতির অনুজ রাক্ষসাধিপতি রাবণের রাজধানী, ইহার কারাগৃহে ইন্দ্র চন্দ্রাদি দেবতাগণ ও সুরাঙ্গনা সকল বন্দীভাবে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। দানব বা মানবগণ তাহাতে কদাচই প্রবেশ করিতে পারে না। রামচন্দ্র স্বীয় ঐশী শক্তির প্রভাবে অবলীলায় তথায় প্রবেশ করিলেন। ৬৯॥

পুনঃ কথনং।

তত্রেন্দ্রজিল্লক্ষ্মণবাণলক্ষ্যো
ভূত্বা সমং রাক্ষসলক্ষলক্ষৈঃ।
তচ্ছঙ্কয়াতর্কিতসর্ব্বলোকং
বিবেশ কীনাশনিকেতমাশু ॥
স্বর্গস্থহস্তীশ্বরহস্তমুগ্রং
হস্তেন লঙ্কাস্থিত আচকর্ষ।

যঃ কুম্ভকর্ণঃ স জগাম ধাম
যমস্য রামস্য শরেণ ভিন্নঃ ॥
পুরা হরাদাপ্তবরেণ দৃপ্তো
বিজিত্য ভূয়ঃ সকলাং ত্রিলোকীং।
কৈলাসমাবেশবশেন শম্ভো-
রাবাসমপ্যুদ্ধৃতবান্ বলীয়ঃ ॥
জগত্রয়োপদ্রবকারকস্য
রণাঙ্গনোন্মাদবশঙ্গতস্য।
ক্ষণেন চিচ্ছেদ শিরাংসি তস্য
দশাপি রামো দশকন্ধরস্য ॥
দত্ত্বা প্রপন্নায় বিভীষণায়
লঙ্কাধিপত্যং রঘুবংশহংসঃ।
মায়াময়ীংতামুপনীয় সীতা-
মগ্নৌ পরীক্ষানিয়তো নিবেশ্য ॥
সংপশ্যতামেব সুরেশ্বরাণাং
ব্রহ্মাদিকানাং স্তুবতঃ পুরস্তাৎ।
নিঃসারয়ামাস হুতাশকুণ্ডাৎ
পুরাতনীং তানবতীর্ণলক্ষ্মীম্ ॥ ৭০ ॥

পুনঃ কথন।

সেই লঙ্কাপুরীতে রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণের শরাঘাতে সত্বরই লক্ষ লক্ষ রাক্ষসগণের সহিত, তাহারই শঙ্কায় শঙ্কিত শমন সদনে প্রবিষ্ট হইল। যে কুম্ভকর্ণ লঙ্কায় থাকিয়া স্বর্গস্থিত হস্তিরাজ ঐরাবতের শুণ্ডাগ্র,স্বীয় হস্তদ্বারা ধারণ করিয়া আকর্ষণ করিয়াছিল,সেই রাবণানুজ কুম্ভকর্ণ রামশরে খণ্ড খণ্ড হইয়া কৃতান্ত ভবনে গমন করিল।

পূর্ব্বে যে রাক্ষসপতি, মহাদেবের নিকট হইতে বরলাভে উদ্দৃপ্ত হইয়া অখিল ত্রৈলোক্য মণ্ডল পরাজয় করিয়া মদগর্ব্বের আবেশবশতঃ শম্ভুর আবাস স্থান অতিশয় দুর্ভর কৈলাসগিরি উত্তোলন করিয়াছিল, রামচন্দ্র সেই ত্রিলোকে উপদ্রবকারক, সমরাঙ্গণে উন্মত্ত দশাননের দশ মস্তক ক্ষণকাল মধ্যেই ছেদন করিয়াছিলেন। অনন্তর রঘুবংশাবতংস রাম শরণাগত বিভীষণকে লঙ্কার আধিপত্য প্রদান পূর্ব্বক সেই মায়াময়ী সীতাকে আনয়ন করিয়া পরীক্ষাস্থলে অনলমধ্যে প্রবেশিত করিয়া হুতাশন কুণ্ড হইতে সেই পুরাতনী লক্ষ্মীর অবতারস্বরূপিণী জানকীকে বহির্গত করিয়াছিলেন ॥ ৭০ ॥

পুনঃ কথনং ।

বিরিঞ্চিপঞ্চাননসংপ্রবন্ধৈঃ
কাব্যৈশ্চ বাচস্পতিভার্গবীয়ৈঃ।
তুষ্টস্ত্রিলোকীজনিতাভিরাভি-
রচ্চাবশৈশ্চৈব বচোবিশেষৈঃ ॥
নাকেশলঙ্কেশকপাশযূথৈ
র্ব্রতোঽনুজেনানুগতঃ স্বকীয়াম্।
পুরীং সদারোঽয়মুদারকীর্ত্তি-
র্বিমানমারুহ্য সমাজগাম ॥
রুদ্রৈঃ সমুদ্রৈর্ব্বসুভিশ্চ সূর্য্যৈঃ
সিদ্ধৈশ্চ সাধ্যৈর্দশভির্দিগীশৈঃ।
ব্রহ্মর্ষিমুখ্যৈর্বিধিনাভিষিক্তঃ
স পালয়ামাস মহীমহীনাম্ ॥
উত্তার্য্য ভারং জগতাং ত্রয়াণাং
নিহত্য রক্ষাংসি বিতত্য ধর্ম্মম্।

রামোহ স্থানে সকলাময়োধ্যাং
হৈব নীত্বা দিবমারুরোহ ॥ ৭১ ॥

পুনঃ কথন।

অনন্তর চতুরানন ও পঞ্চাননাদি দেবগণ এবং শুক্র বৃহস্পতি ও ভার্গবাদি সকলেই ত্রিলোক মধ্যে প্রচারিত এই সকল কীর্ত্তিকর বাক্যবিশেষ দ্বারা স্তব করিলে উদারকীর্ত্তি রামচন্দ্র স্বর্গেশ্বর, লঙ্কেশ্বর ও কপীশ্বর সমূহে পরিবৃত হইয়া জানকী ও নিজ অনুজের সহিত বিমানে আরোহণ করিয়া স্বীয় রাজধানী অযোধ্যা পুরীতে আগমন করিলেন। তৎপরে রুদ্রগণ, সমুদ্রগণ, বসুগণ, আদিত্যগণ, সিদ্ধগণ, সাধ্যগণ, দশদিক্‌পতিগণ ও প্রধান ব্রহ্মর্ষিগণ দ্বারা বিধিপূর্ব্বক রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া এই মহৎ মহীমণ্ডল পালন করিয়াছিলেন! এইরূপে ত্রিভুবনের ভার হরণ ও রাক্ষসগণের নিধন ও ধর্ম্মের বিস্তার করিয়া অবশেষে অধিবাসিগণ সমন্বিত সমস্ত অযোধ্যাপুরী সঙ্গে লইয়া দেবলোকে আরোহণ করিয়াছিলেন ॥ ৭১ ॥

পুনঃ কথনং।

হতাবশেষান্ পরিহৃত্য বন্ধূন্
কৃষ্ণোঽর্পয়িত্বা বনিতাঃ পুলিন্দে।
বিস্তার্য্য লোকে কলিরীতিমেকাং
দিবং গতঃ কেবলমেকমেব ॥
তৎ কথং কৃষ্ণ ক্রিয়াভিরপি
রামচন্দ্রাদধিকঃ ॥ ৭২ ॥

পুনঃ কথন।

দেখুন কৃষ্ণ হতাবশিষ্ট বন্ধুদিগকে পরিত্যাগ এবং স্বীয় বনিতাগণকে পুলিন্দ হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক লোক মধ্যে একমাত্র কলিযুগের রীতি

প্রকাশ করিয়া একাকীই দেবলোকে গমন করিয়াছিলেন। তবে কৃষ্ণ ক্রিয়া দ্বারাই বা কি প্রকারে রামচন্দ্র হইতে শ্রেষ্ঠতর হইতে পারেন ॥ ৭২ ॥

বৈষ্ণব উবাচ।

হা হন্ত যুবয়োরদ্যাপি বর্ত্তমান এব ব্যামোহঃ তদ্‌ যুবাভ্যাং ন শ্রুতো বিষ্ণুসিদ্ধান্তঃ।

লোকে গৃহীতাকৃতিকস্য তস্য
ন বাস্তবঃ কোঽপি বিকার আস্তে।
পরং জনস্যৈব সমস্তকার্য্যে
লীলাবিলাসঃ পুরুষোত্তমস্য।
ত্যাগো হি রাজ্যস্য বনে নিবাসো
দারাপহারাম্বুধিসেতুবন্ধঃ।
রক্ষোবধাদিশ্চ বিলাসমাত্রং
চকার ভূমাববতীর্য্য রামঃ ॥ ৭৩ ॥

বৈষ্ণব বলিলেন, হায়! এখনও তোমাদের ব্যামোহ বর্ত্তমানই রহিল? তবে বোধ হয় তোমরা বিষ্ণু সিদ্ধান্ত শ্রবণ কর নাই। এক্ষণে শ্রবণ কর।

বিষ্ণুর অবতার পুরুষোত্তম রামচন্দ্র ইহ লোকে আকৃতি-মাত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, বাস্তবিক তাঁহার কোনও বিকার নাই। পরন্তু জনগণের কার্য্য বিশেষ সাধন করিবার নিমিত্ত লীলাবিস্তার করিয়াছিলেন। রাম অবনীতলে অবতীর্ণ হইয়া রাজ্য পরিত্যাগ, বনেবাস, দারাপহরণ, সমুদ্রে সেতু বন্ধ ও রাক্ষসবধাদি যে সকল কার্য্য করিয়াছিলেন তৎসমস্তই তাঁহার বিলাসমাত্র জানিবেন ॥ ৭৩ ॥

পুনঃ কথনং।

প্রকামখেলা ব্রজসুন্দরীভি-
স্ত্যাগোঽপি তাসাং জলধৌ নিবাসঃ।
ভূভারনাশঃ স্বকুলক্ষয়শ্চ
দারোপসঙ্গাদি চ কৃষ্ণলীলা॥ ৭৪॥

পুনর্ব্বার কথন।

ব্রজযুবতীগণের সহিত বিহার, তাহাদিগের পরিত্যাগ, সমুদ্র নিবাস, ভূভারনাশ, স্বকুলক্ষয়, দারপরিগ্রহ প্রভৃতি কার্য্য সকল কৃষ্ণের লীলামাত্র॥ ৭৪॥

পুনঃ কথনম্।

রামস্য ভক্তোঽপ্যথ কৃষ্ণভক্ত-
স্তথা নৃসিংহাদিকভক্তিশালী।
সর্ব্বোঽপ্যয়ং বৈষ্ণবশাস্ত্রবিদ্ভি-
র্নিবেদিতো বৈষ্ণব এব লোকে॥
যো দ্বেষ্টি রামং ভজতে তু কৃষ্ণং
যো দ্বেষ্টি কৃষ্ণং ভজতে তু রামম্।
ইমাবুভৌ বৈষ্ণবসর্গমার্গে
বহির্মুখত্বেন নিবেদিতৌ স্তঃ॥ ৭৫॥

পুনর্ব্বার কথন।

রামের ভক্তই হউক অথবা কৃষ্ণের ভক্তই হউক কিম্বা নৃসিংহাদি অবতার গণের ভক্তই হউক, বৈষ্ণব শাস্ত্রে অভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ সেই সকলকেই বৈষ্ণব বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন।

যে ব্যক্তি রামের প্রতি দ্বেষ করে এবং কৃষ্ণকে ভজনা করে,

যে ব্যক্তি কৃষ্ণের প্রতি দ্বেষ করে এবং রামকে ভজনা করে, ইহারা উভয়েই বৈষ্ণবতন্ত্রের বহির্গত বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ৭৫ ॥

পুনঃ কথনং ।

অহো মহেশোঽপি বিহায় ভেদ
বুদ্ধিং সদা সেবত এব বিষ্ণুম্ ।
রামঞ্চ কৃষ্ণঞ্চ তথা নৃসিংহং
তথা হয়গ্রীবমুপ্রভেদম্ ॥৭৬॥

পুনর্ব্বার কথন ।

এই কারণেই স্বয়ং মহেশ্বর ভেদবুদ্ধি পরিহার পূর্ব্বক বিষ্ণু, রাম, কৃষ্ণ, নৃসিংহ ও হয়গ্রীবাদির সেবা করিয়া থাকেন ॥ ৭৬ ॥

শৈবঃ সকোপমুবাচ ।

অহো ভবানেব শিবং মহেশং
বদন্ বদত্যন্যমনেন সেব্যম্ ।
ব্যাঘাতপাতো বদতস্তবায়-
মাপাততো দূষণমাহ সম্যক্ ॥
ঈশো মহেশঃ পরমেশ্বরো বা
মহেশ্বরঃ কেবলমীশ্বরো বা ।
সমাখ্যয়া কঃ কথিতো মহদ্ভিঃ
শিবাদৃতে বেদপুরাণবিদ্ভিঃ ॥৭৭॥

অনন্তর শৈব কোপের সহিত কহিলেন, কি আশ্চর্য্য আপনিই শিবকে মহেশ বলিতেছেন, আবার আপনিই বলিতেছেন যে মহেশ্বর অন্যের সেবা করিয়া থাকেন; এরূপ বলায় আপনার বাক্যের প্রতি ব্যাঘাত পড়িতেছে, যেহেতু যিনি অন্যের সেবা করেন তাঁহার

আবার মহেশত্ব কিরূপে সম্ভব হয়। অতএব আপনি বড়ই দোষের কথা বলিতেছেন।

আপনি বিচার করিয়া দেখুন বেদপুরাণবেদী মহান্ ব্যক্তিগণ ঈশ, মহেশ, পরমেশ্বর, মহেশ্বর অথবা কেবল ঈশ্বর এই সকল নাম শিব ব্যতিরেকে আর কাহারও প্রতি প্রয়োগ করেন না॥ ৭৭॥

বৈষ্ণব উবাচ।

সস্মিতং ঈশ্বর ইতি নাম্নৈব ঐশ্বর্য্যমায়াতি। পশ্য তাবদ্ ভগবতো বিষ্ণোরৈশ্বর্য্যং বেদপুরাণাদিসিদ্ধম্॥ ৮॥

বৈষ্ণব ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন ঈশ্বর এই নাম দ্বারাই ঐশ্বর্য্য আসিতেছে। তবে ভগবান্ বিষ্ণুর ঐশ্বর্য্য বেদ পুরাণাদিতে প্রসিদ্ধ আছে দেখিয়া লও॥ ৭৮॥

শম্ভোস্তাবদৈশ্বর্য্যং পশ্য।

কিন্তু শিবের ঐশ্বর্য্য কিরূপে সম্ভব হয় দেখ,

শিবঃ শ্মশানে চিতিভস্মধূসরঃ
কপালমালাস্থিভুজঙ্গভূষণঃ।
সতালবেতালপিশাচমণ্ডলে
নটন্নটন্ মত্ত ইবাত্তভূষণঃ॥
দিগম্বরো মুক্তজটো বিরূপদৃক্
স্খলল্ললাটাগ্নিশিখাবলেহিতঃ।
অমঙ্গলং রূপমিদং দধৎ কথং
ভজজ্জনানাং বিদধাতু মঙ্গলম্॥
উপাসকো যো যদুপাসনারতঃ
স তং সমেতীতি সতঃ শ্রুতং ময়া।
অতঃ শিবারাধনতঃ পিশাচতাং
কথং ন যায়াদিতি মে নিবেদয়॥

অনেন রূপেণ চ সম্পদানয়া
ক্রিয়াভিরেতাভিরুদীরিতস্থিতিঃ।
মহেশ্বরাখ্যামপি লব্ধবানয়ং
মহেশ্বরত্বং কথমেতু বাস্তবম্॥ ৭৯॥

শিব, চিতাভস্ম দ্বারা ধূসরবর্ণ হইয়া নরকপালাস্থি মালা ধারণ পূর্ব্বক ভুজঙ্গাদি বিবিধ প্রকার ভূষণে ভূষিত হইয়া শ্মশান ভূমিতে তাল বেতাল ও পিশাচ মণ্ডলে প্রমত্তের ন্যায় নাচিয়া নাচিয়া কালযাপন করিয়া থাকেন। তিনি দিগম্বর থাকিয়া জটাজালবিমোচন পূর্ব্বক ললাটাগ্নি শিখায় পরিদহ্যমান হইয়া বিকৃতাকার ধারণ পূর্ব্বক অবস্থিতি করিয়া থাকেন। তিনি এতাদৃশ অমঙ্গলরূপ ধারণ করিয়া কিরূপে স্বীয় উপাসকগণের মঙ্গল বিধান করিবেন। আমি সজ্জনগণের নিকট শুনিয়াছি যে, যে উপাসক যাঁহার উপাসনায় নিরত হয়, সে তাঁহারই স্বরূপতা লাভ করিয়া থাকে, অতএব শৈবগণ পিশাচতা লাভ করিবে না কেন? তুমি তাহা আমাকে বল।

যিনি নিরন্তর এইরূপ আকারে অবস্থিতি করেন এবং যাঁহার উক্ত-রূপ ঐশ্বর্য্য ও কার্য্য, তিনি মহেশ্বর এই নাম লাভ করিয়াও কিরূপে বাস্তবিক মহেশ্বরত্ব লাভ করিতে পারিবেন? ॥ ৭৯॥

ইতিবিস্মিতমুদীর্য্য বিরতে বৈষ্ণবে শৈবঃ সকোপম্।

অনন্তরূপস্য শিবস্য লীলয়া
বিহারশীলস্য বিচিত্রকর্ম্মণঃ।
অনেন রূপেণ চ ভীষণেন তৎ
স্বরূপহানির্ন ভবেৎ কথঞ্চন॥

কিঞ্চ—

সুখস্য কুতস্তস্য দুঃখং কুতো বা
কুতঃ সুন্দরত্বং কুতোঽসুন্দরত্বম্।

অনেকৈঃ স্বরূপৈরনেকৈঃ প্রকারৈঃ
সদা লীলয়া খেলতশ্চিন্ময়স্য ॥
এতাদৃশস্যাস্য মহেশ্বরস্য
বিহারশীলস্য বিচিত্ররূপৈঃ।
সাদৃশ্যমায়াতু হরিঃ কথং বা
স্বেনাপি নেত্রেণ সমর্চ্চকো যঃ ॥ ৮০ ॥

এইরূপে বিস্মিত হইয়া বৈষ্ণব এই সকল বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলে শৈব কোপসহকারে কহিতে লাগিলেন, শিবের রূপ অনন্তপ্রকার, তিনি লীলাসহকারে বিহার করিয়া থাকেন বলিয়া তাঁহার কর্ম্মও বিচিত্র এই ভয়ঙ্কর রূপ দ্বারা কখন তাঁহার স্বরূপতার হানি হইতে পারে না। আরও দেখ—

তাঁহার সুখই বা কোথায় এবং দুঃই বা কোথায়? এবং তাঁহার সৌন্দর্য্যই বা কোথায় এবং অসৌন্দর্য্যই বা কোথায়? ফলতঃ তাঁহার সুখ দুঃখ সৌন্দর্য্য ও অসৌন্দর্য্য সকলই সমান; সেই চিন্ময় পুরুষ অনেকবিধ স্বরূপ এবং অনেক বিধ ক্রিয়াদ্বারা লীলাখেলা করিয়া থাকেন। বিচিত্র রূপ সমূহ দ্বারা বিহারশীল এতাদৃশ মহেশ্বরের সহিত হরির সাদৃশ্য কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ যে হরি এক সময়ে স্বীয় নেত্র সমর্পণ পূর্ব্বক মহেশ্বরের অর্চ্চনা করিয়াছিলেন ॥ ৮০ ॥

অথ সরস্বত্যধিষ্ঠানম্।

অত্রান্তরে কোঽপি সমাজগাম
সমস্তবিদ্যার্ণবকর্ণধারঃ।
প্রগল্‌ভপুংরূপধরাদরেণ
সরস্বতী মূর্ত্তিমতীব সাক্ষাৎ ॥

তং বীক্ষ্য লোকে শ্রুতপূর্ব্বকীর্ত্তিং
তেজোবিশেষানুমিতস্বরূপম্।
বিদ্বৎসমাজো নৃপতিশ্চ দূরা-
দভ্যুত্থিতঃ সম্ভ্রমনম্রদৃষ্টিঃ ॥
আগত্যাথ সর্ব্বতোঽবলোক্য প্রভুং প্রত্যাহ সঃ।
সুমণ্ডিতা পণ্ডিতমণ্ডলৈরিয়ং
ভবৎসভা দেবসভেব দৃশ্যতে।
অহো বিচারঃ কতমঃ প্রবর্ত্ততে
মমৈতাদকর্ণনকর্ণকৌতুকঃ ॥ ৮১ ॥

অতঃপর সরস্বতীর অধিষ্ঠান।

এই সময়ে সমস্ত বিদ্যার্ণবের কর্ণধার স্বরূপ কোন এক ব্যক্তি আদর পূর্ব্বক প্রগল্ভ পুরুষরূপধারিণী মূর্ত্তিমতী সাক্ষাৎ সরস্বতীর ন্যায় সেই স্থানে আগমন করিলেন।

পূর্ব্বে লোকমধ্যে যাঁহার কীর্ত্তি বিখ্যাত হইয়াছে, তেজোবিশেষ দ্বারা যাঁহার অন্তর্গত প্রভাব অনুমিত হইতেছে, সেই ব্যক্তিকে দর্শন করিয়া রাজা ও বিদ্বদ্বৃন্দ নম্রদৃষ্টি হইয়া দূর হইতেই সসম্ভ্রমে উঠিয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

অনন্তর তিনি আসিয়া চারিদিক্ অবলোকন পূর্ব্বক মহারাজকে বলিতে লাগিলেন। প্রভো! পণ্ডিতমণ্ডলী দ্বারা সুশোভিত আপনার এই সভামণ্ডল দেব সভার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। হে নরদেব! তবে এখন কোন্ বিষয়ের বিচার হইতেছে, তাহা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার একান্ত কর্ণ কৌতুক জন্মিয়াছে ॥ ৮১ ॥

অথ প্রভুঃ সবিনয়ম্।

সংপ্রতিপ্রবর্ত্তমানোঽয়ং শৈববৈষ্ণবয়োর্বিবাদঃ।
শৈবঃ শিবং মহত্ত্বেন প্রতিপাদয়তি বৈষ্ণবস্তু

বিষ্ণুম্। তদত্র বিষয়ে মাধ্যস্থ্যমবলম্বয়ন্তো
ভবন্তোঽস্মাদৃশাং সংশয়মপনয়ন্তু ॥ ৮২ ॥

অনন্তর প্রভু সবিনয়ে বলিলেন, সম্প্রতি শৈব ও বৈষ্ণবের বিবাদ উপস্থিত, শৈব শিবকে মহান্ বলিয়া এবং বৈষ্ণব বিষ্ণুকে মহান্ বলিয়া প্রতিপাদন করিতেছেন, তবে আপনি এই বিষয়ের মধ্যস্থতা অবলম্বন পূর্ব্বক আমাদিগের সংশয় অপনয়ন করুন ॥ ৮২ ॥

অথ সকলবিদ্যানিধির্বিদ্বান্ কিমত্র বিষয়ে
মাধ্যস্থ্যমস্মকম্।

আকর্ণয় তাবৎ।

কালস্তুচ্ছতরঃ কলিঃ কলিময়স্তস্মিন্ কিয়জ্জীবিতং
সম্পত্তিঃ কিয়তী কিয়ত্যপি মতির্বিদ্যাবলংবা কিয়ৎ।
কিং ব্রূমো মহিমানমস্য চ মহামোহস্য হাস্যাস্পদং
যত্ত্রাপি চ গর্ব্বপর্ব্বতধরো বর্ব্বর্ত্তি সর্ব্বোজনঃ ॥৮৩॥

অনন্তর সেই সকল বিদ্যানিধি পণ্ডিতপ্রবর বলিলেন কি আমাকে এ বিষয়ের মধ্যস্থতা করিতে হইবে, তবে শ্রবণ করুন।

এই কলহময় কলিকাল অতিশয় তুচ্ছতর তাহাতে জীবনকাল অত্যল্পমাত্র, সম্পত্তিও অত্যল্পমাত্র, তাহাতে বিদ্যা এবং বুদ্ধি ও অতিশয় অল্প। এই অত্যল্পমাত্র বিদ্যাবুদ্ধি প্রভৃতি দ্বারা আমাদিগের তত্ত্ববোধ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? আর এই সংসারে মহামোহের হাস্যজনক মহিমাই আর কি বলিব, তাহাতে জনগণ কীটরূপ ক্ষুদ্রজীবী হইয়াও মানস মধ্যে গর্ব্বরূপ পর্ব্বত ধারণ পূর্ব্বক মানস ক্ষেত্র পরিব্যাপ্ত করিয়া সেই স্বল্পমাত্র বুদ্ধির পরিচালনের স্থান না পাইয়া সকল ব্যক্তিই বর্ব্বরতা প্রকাশ করিয়া থাকে ॥ ৮৩ ॥

পুনঃ কথনম্।

প্রভো তস্মাদন্যোন্যং সর্ব্বদা গর্ব্বমপহায় যদি
পর্য্যালোচয়ন্তি তদা নেদৃশা বাদা ভবন্তি। বহু-

ধাস্মিন্নেব কলিবলিনি কলৌ যুগেঽধিগতকতিপয়-শাস্ত্রার্থৈরেব পাষণ্ডপ্রায়ৈঃ পণ্ডিতম্মন্যৈর্মোহিতা শৈবা বিষ্ণুং বৈষ্ণবাশ্চ শিবং নিন্দন্তো ভক্তি-বিশেষাভিমানিনো মুক্তিমাকাঙ্ক্ষন্তি। বস্তুতস্তু

ময়া পুরাণোপপুরাণযুক্তাঃ
সাঙ্গাশ্চ বেদাঃ স্মৃতয়ঃ সমস্তাঃ।
সর্ব্বাণি শাস্ত্রাণি বিলোকিতানি
ন ক্বাপি দৃষ্টঃ শিববিষ্ণুভেদঃ॥ ৮৪॥

পুনঃ কথন।

হে প্রভো! সেই হেতু সকলেই যদি পরস্পর গর্ব্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক পর্য্যালোচনা করে, তাহা হইলে আর এবম্বিধ বাগ্ বিবাদ উপস্থিত হয় না, এই কলহপ্রধান কলিযুগে আমি অনেক দেখিয়াছি যে সামান্য মাত্র শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া পাষণ্ড তুল্য, পণ্ডিতাভিমানী শৈবগণ বিষ্ণুকে এবং বৈষ্ণবগণ শিবকে নিন্দা করিয়া ভক্তিবিশেষের অভিমানী হইয়া মুক্তি লাভের বাসনা করিয়া থাকে।

বস্তুতঃ আমি পুরাণ, উপপুরাণ, সাঙ্গবেদ ও সমস্ত স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র সকল অবলোকন করিয়াছি, কিন্তু কোথাও শিব ও বিষ্ণুর প্রভেদ দেখিতে পাই নাই॥ ৮৪॥

পুনঃ কথনম্।

অহং পুনঃ পণ্ডিতমণ্ডলীং তাং
পৃচ্ছামি সর্ব্বামপি তে বদন্তু।
শ্রুতৌ স্মৃতৌ শাস্ত্রপুরাণমধ্যে
কেনাপি দৃষ্টঃ শিববিষ্ণুভেদঃ॥ ৮৫॥

পুনঃ কথন।

আমি কিন্তু এই সমস্ত পণ্ডিতমণ্ডলীকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, সকলেই

ইহার উত্তর প্রদান করুন; শ্রুতি বা স্মৃতিশাস্ত্র মধ্যে কোন স্থানে কোনও ব্যক্তি শিব ও বিষ্ণুর প্রভেদ দৃষ্টি করিয়াছেন ? ॥ ৮৫ ॥

অথ সর্ব্বে তার্কিকপ্রভৃতয়ঃ পৌরাণিকাদ্যাশ্চান্যে যুগপদূচুঃ।

মহেশনারায়ণয়োর্বিভেদো
ন ক্বাপি দৃষ্টো ন খলু শ্রুতো বা।
অদ্যৈতয়োরেব মুখান্নবীনঃ
সর্ব্বৈরপি শ্রূয়ত এষ বাদঃ ॥
শিবস্য বিষ্ণোঃ পরমুক্তিরেষা
পুরাতনী শ্রূয়ত এব সর্ব্বৈঃ।
যশ্চাবয়োর্ভেদধিয়ং করোতি
নরঃ স ঘোরং নরকং প্রয়াতি ॥ ৮৬ ॥

অনন্তর তার্কিকাদি ও পৌরাণিক প্রভৃতি ও অন্যান্য সকলেই এক বাক্যে কহিলেন, মহেশ্বর ও নারায়ণের প্রভেদ আমরা কোথাও দেখি নাই এবং শুনিও নাই, এই দুই জনের মুখ হইতে সম্প্রতি এই নূতন বাদ শ্রবণ করিতেছি। আমরা সকলেই শিব ও বিষ্ণুর পুরাতনী এই বাণী শুনিয়াছি যে, যে মানব আমাদিগের পরস্পরের ভেদ বুদ্ধি করে সে ব্যক্তি ঘোরতর নরকে গমন করিয়া থাকে ॥ ৮৬ ॥

অথ সকল বিদ্যানিধিবিদ্বানুবাচ।

অতোঽনয়োর্ভেদবিধৌ কদাপি
কার্য্যা ন বুদ্ধিঃ সদুপাসকেন।
সদা বিচার্য্যা পরমেকতৈব
ন চেদনার্য্যা ভবিতৈব ভক্তিঃ ॥
হরে হরৌ বাপি মনঃ প্রসন্নং
যস্মিন্ ভবেৎ সোঽয়মুপাসনীয়ঃ।

মুক্তিশ্চ ভুক্তিশ্চ ততো যথেচ্ছ-
মবাপ্যতে নূনমুপাসকেন ॥
শিবে তু ভক্তিঃ প্রচুরা যদি স্যাদ্
ভজেচ্ছিবত্বেন হরিং তথাপি।
হরৌ তু ভক্তিঃ প্রচুরা যদি স্যাদ্
ভজেদ্ধরিত্বেন হরং তথাপি ॥
শিবোঽপি বিষ্ণুং ভজতে কদাপি
বিষ্ণুঃ শিবং বা ভজতে কদাচিৎ।
পরস্পরাভেদবিবোধনার্থ-
মথ প্রবৃত্ত্যর্থমুপাসনায়াঃ ॥ ৮৭ ॥

অনন্তর সকল বিদ্যানিধি বিদ্বান্ কহিলেন, যিনি সদুপাসক, তিনি শিব ও বিষ্ণুর প্রতি ভেদ বুদ্ধি করিবেননা। সর্ব্বদাই উভয়ের একতাই ভাবিবেন, তাহা না হইলে তাহাদের ভক্তি দূষিত ও অপবিত্র হইবে সন্দেহ নাই। হর ও হরি এই উভয়ের যাহাতে মন প্রসন্ন হয়, তাঁহারই উপাসনা কর্ত্তব্য, তাহাতে উপাসক ভোগ ও মোক্ষ যাহা ইচ্ছা নিশ্চয়ই তাহা প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। যদি শিবের প্রতি ভক্তি প্রচুর হয় তবে, হরিই শিব এইরূপে হরিকেও ভজনা করিবেন, অথবা যদি হরির প্রতি ভক্তির প্রাচুর্য্য হয় তবে শিবই হরি এইরূপে শিবকেও ভজনা করিবেন। শিবও কখনও বিষ্ণুকে এবং বিষ্ণুও কখন শিবকে ভজনা করিয়া থাকেন; তাহার কারণ এই যে পরস্পরের অভেদ বুঝিয়া উপাসকগণ উভয়েরই উপাসনা করিতে পারিবে ॥ ৮৭ ॥

পুনঃ কথনম্।

যে চাত্মনো নূনমভেদতায়াং
শরীরভেদাদপি ভেদমাহুঃ।

তেষাং সমাধানকৃতে হরেণ
দেহার্দ্ধহারী হরিরপ্যকারি ॥ ৮৮ ॥

পুনঃ কথন।

হর ও হরি একাত্মক এইরূপে উভয়ের ভেদ না থাকিলেও শরীর ভেদ দর্শনে কোনও ব্যক্তি ভেদবুদ্ধি করিতে পারে, তাহাদের সেই বুদ্ধি দূরীভূত করিবার নিমিত্ত, হর হরিকে আপনার দেহার্দ্ধভাগী করিয়াছেন ॥ ৮৮ ॥

অথ সানন্দং সাধু সাধু ইতি সর্ব্বৈরুক্তে নাসা-
গ্রমবলোকয়ন্ পুনরাহ।

যে কেচিৎ পুরুষা নিজাত্মনি চিদানন্দপ্রবোধাপ্তয়ে
যত্নেনাখিলবাসনাহতবিধিং বাঞ্ছন্তি বাঞ্ছন্তু তে।
বাঞ্ছামো বয়মাশু তৎফলকৃতে চিত্তে জরীজৃম্ভতা-
মস্মাকন্তু নিরন্তরং হরিহরাদ্বৈতাত্মিকা বাসনা ॥ ৮৯ ॥

অনন্তর সকলেই সাধু সাধু এই বাক্যে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখন সেই পণ্ডিতপ্রবর নাসাগ্র অবলোকন পূর্ব্বক কহিলেন।

যে কোনও পুরুষ আপনার আত্মার চিদানন্দ প্রাপ্তির নিমিত্ত অখিল বাসনা দ্বারা নিহত বিধির যত্ন পূর্ব্বক বাসনা করে করুক, আমরা কিন্তু শীঘ্রই সেই ফল প্রাপ্তির নিমিত্ত এই বাসনা করি যে আমাদের অন্তঃকরণে সর্ব্বদাই হরিহরাদ্বৈতাত্মক বাসনা সুপ্রকাশিত হউক ॥৮৯॥

ইতি শ্রীবেণীমাধব ন্যায়রত্ন কৃত জলনৈর্ম্মল্য নামক বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

বিজ্ঞাপন।

এই বিদ্বন্মোদতরঙ্গিনী বাস্তবিকই বিদ্বান্ ব্যক্তিগণের বিশুদ্ধ বিপুল আমোদ প্রদান করিয়া থাকে। ইহাতে সর্ব্বধর্ম্ম বিচার প্রসঙ্গে, মীমাংসা বেদান্ত ও ন্যায়াদি দর্শন শাস্ত্রের মত বৈষ্ণব ও শৈবাদি উপাসকগণের মত প্রকাশিত আছে। বিশেষতঃ নৈয়ায়িকের সহিত নাস্তিকের বিচারে নিগূঢ় গুহ্য ধর্ম্মতত্ত্ব সাধারণের সহজে বোধগম্য হয় ও ধার্ম্মিকগণের প্রমোদ সাগর উথলিয়া উঠে। ইহাতে বিধর্ম্মি ও নাস্তিকের মতখণ্ডন ও সনাতন ধর্ম্মের মত সুদৃঢ়রূপে সংস্থাপিত হইয়াছে।

এই পুস্তকখানি সঙ্কলন সম্বন্ধ কথিত আছে;—পূর্ব্বে বিক্রমসেন নামে এক রাজা ছিলেন, তিনি কোনও সময়ে বৈয়াকরণ, আলঙ্কারিক ও দার্শনিকাদি পণ্ডিত, এবং বৈদ্য ও ভিন্ন ভিন্ন উপাসক ও নাস্তিকাদি সকলকে নিমন্ত্রণ করেন। পণ্ডিতগণ সকলেই তাঁহার সভায় উপস্থিত হইয়া বিচার করিয়া ছিলেন।

প্রায় ষাটি বৎসর অতীত হইল শোভাবাজারের স্বর্গীয় রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের মহোদয় নিজকৃত একটি ইংরেজী অনুবাদ সম্বলিত করিয়া এই গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে গ্রন্থকার চিরঞ্জীবের নিবাস ভূমি গৌড়দেশ।

কলিকাতা। ১৮১৫ শকাব্দাঃ। } শ্রীবেণীমাধব শর্ম্মা।

নূতন পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে।

একশত শাস্ত্র গ্রন্থ একত্রে মূল ও অনুবাদ।

শাস্ত্র-শতক।

বেদ, উপনিষদ, বেদান্ত, দর্শন, তন্ত্র, পুরাণ, গীতাশাস্ত্র, যোগশাস্ত্র, ভক্তিশাস্ত্র প্রভৃতি এক শত শাস্ত্রের মূল ও অনুবাদ। এরূপ উচ্চ ধরণের ওসমস্ত হিন্দুশাস্ত্রের গ্রন্থাবলী এই প্রথম প্রকাশিত হইল আমরা বিস্তারিত না লিখিয়া কেবল পুস্তকগুলির নাম মাত্র এস্থলে উল্লেখ করিতেছি।

গ্রন্থগুলির নাম।

সিদ্ধান্ত বিন্দুসার, নিরাঞ্জনাষ্টক, যতিপঞ্চক, আত্মপূজা, কৌপীন পঞ্চক, মোহমুদ্গর, জীবন্মুক্তগীতা, রামগীতা, উত্তরগীতা, আত্মজ্ঞান-নির্ণয়, জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র, আত্মষট্ক, হস্তামলক, অদ্বৈতানুভূতি, ব্রহ্ম-নামাবলী, ষট্চক্রভেদ, সপ্তশ্লোকীয় ভাগবতম্, আত্মবোধ, নির্বাণ ষট্কম্, অপরোক্ষানুভূতি মণিরত্নমালা, যোগাধ্যায়, যোগসিদ্ধি, যোগিচর্যা, ব্রহ্মশক্তিসংহিতা, যম-সংহিতা, অবধূত-গীতা, পরাশর-গীতা, বজ্রগীতা, ওঁকার স্বরূপকথন, পিতৃপুরুষ স্তোত্র, মঙ্কীগীতা, হংসগীতা, কর্ম্মতত্ত্ব, অমনস্কখণ্ড, যোগবাশিষ্ঠসার, যোগক্রমম্, শুকাষ্টকম্, অন্নপূর্ণা দশকম, যোগতারাবলী, গীতাসারঃ, পরমার্থসারঃ, পরমেশ্বর স্তোত্রং, গঙ্গাস্তোত্রং, শিবস্তোত্রং, দুর্গাস্তোত্রং, স্তবপঞ্চক, পাদুকা পঞ্চকং, কৃষ্ণস্তোত্রম, আধ্যাত্মিক পঞ্চ-মকার সাধনং, কালিকোপনিষৎ, দ্বাদশাক্ষর স্তোত্রম, কেনোপনিষৎ, আত্মজ্ঞ নরক শিবোক্তিঃ, আচার্য্যোপদেশঃ, সাধন-পঞ্চকং, অথর্ববেদীয় নিরালম্বোপনিষৎ, সারতত্ত্বোপদেশ, আত্ম-বিস্মৃতি, গীতাসার সংক্ষেপোপদেশঃ, উপদেশসারঃ, কলিরহস্যম্, পিতৃ-গীতা, পৃথিবীগীতা, প্রণব মাহাত্ম্যং, বেদান্ত সাংখ্য সিদ্ধান্ত ব্রহ্মজ্ঞান কথনং, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসারঃ, ধর্ম্মসারঃ, যুগধর্ম্ম কথনং, ওঁকার ধ্যান গায়ত্রী সদাচার মাহাত্ম্যং, শ্রীসপ্তশ্লোকীয় গীতা, গৃহস্থ লক্ষণং, অবধূত লক্ষণং, বিজ্ঞান নৌকা, বিষ্ণুকৃত শিবদ্বৈত স্তোত্রম্, কাশিমুক্তিঃ পঞ্চকর্মজ্ঞ লক্ষণং, দেহতত্ত্ব বর্ণনং, কর্ম্ম তত্ত্বম্, আত্মানন্দ কথনং, তত্ত্বসারঃ, বিজ্ঞান বিবেক, গঙ্গা দর্শনং, দত্তোবাক্যং, স্বধর্ম্মানুষ্ঠানং, হোম লক্ষণং, পণ্ডিত লক্ষণং, সমবুদ্ধি লক্ষণং, অবতার অবতারণং, সর্ব্বের ইন্দ্রিয় কার্য্যম, ব্রহ্মজ্ঞানী লক্ষণং, ভগবদ্ভক্ত লক্ষণং।

মূল্য ৬।০ আপাততঃ প্রচারের জন্য সিকি মূল্য ১॥/০ বিক্রয় হইতেছে।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,

২ নং হরিমোহন বসুর লেন,—নূতন কলিকাতা প্রেস ডিপজিটরী।